CMYK CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 December, 2023 ■ আগরতলা ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৮ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেশ

হাসপাতালকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং যন্ত্রগুলিকে নিজেদের মতো করে ভাবতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। হাসপাতালকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সকলের। হাসপাতালের যন্ত্রগুলিকে নিজেদের মতো করে ভাবতে হবে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে জাতীয় দন্ত চিকিৎসক দিবস উদযাপন ও ২২তম বার্ষিক দন্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা স্বাস্থ্য কর্মী ও চিকিৎসকদের এই উপদেশ দিলেন।

তাঁর কথায়, কাজের মাধ্যমেই মানুষের পরিচয়। রাজ্যের দন্ত চিকিৎসকদের মানুষের জন্য দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে হবে। দেশাত্মবোধের ভাবনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। উল্লেখ্য, ন্যাশনাল ওরাল হেলথ প্রোগ্রাম, ন্যাশনাল হেলথ মিশন ত্রিপুরা ও ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে রাজ্যবাসীর একটি দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি মাইল ফলক। এই কলেজের পরিকাঠামো অন্যান্য রাজ্যের ডেন্টাল কলেজের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের যন্ত্রগুলিকে নিজেদের মতো করে ভাবতে হবে। হাসপাতালকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সকলের। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ডেন্টাল কলেজটি আগামীদিনে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যে মেডিক্যাল হাব গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। বহিরাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা রাজ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ উন্নত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। রাজ্যে দন্ত চিকিৎসকদের অধিকার ও আত্মসম্মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যাদের অবদান রয়েছে তাদেরকে আজ সম্মান ও স্মরণ করার দিন বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক তথা ভারতরত্ন ডা. রফিউদ্দিন আহমেদের জন্মদিনে জাতীয় দন্ত চিকিৎসক দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডা. রফিউদ্দিন আহমেদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যের ডেন্টাল কলেজের ফ্যাকাল্টিদের উদ্দেশ্যে বলেন, এমন কিছু করে যেতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়। শিক্ষার্থীদের কাছে একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নতুন নতুন দন্ত চিকিৎসা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক উন্নতিগুলি সম্পর্কেও দন্ত চিকিৎসকদের ওয়াকিবহাল থাকবে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার সামগ্রিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনার মতো মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা রূপায়ণের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য বাজেটে বছরে ৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের ১০০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্যও বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণে ধলাই জেলা হাসপাতালে একটি কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট খোলা হয়েছে।

জাতীয় দন্ত চিকিৎসক দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহুদিন পর রাজনীতির ময়দানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিঁধলেন কংগ্রেস ও সিপিএমকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ ডিসেম্বর ।। অনেকদিন পর রাজনীতির ময়দানে দেখা গেছে বিজেপি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরাকে। ময়দানে নেমেই কংগ্রেস-সিপিএমকে তুলোধুনা করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টির প্রার্থীকে এখন আর কেউ রাজ্যে দেখছেন না। ওই সময়ের কংগ্রেস সভাপতি দল ছেড়ে নতুন দল গঠন করেছেন। সিপিএম কোনমতে ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী আসনে বসে আছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পর ত্রিপুরাতে সিপিএমের অস্তিত্ব থাকবে না।। কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির বিজয় সংকল্প সমাবেশ থেকে কংগ্রেস-সিপিএমকে বিঁধে এভাবেই ঝাঝালো ভাষণ রাখেন বিজেপি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ২৫ টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২১ টিতে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার একাধিক কর্মসূচি নিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফরে আসেন ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। এদিন সকাল ১২ টার সময় তিনি প্রথম কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন কদমতলা ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে। সেখানে কদমতলা ব্লক এলাকার সমস্ত এসএইচজি গ্রুপের মহিলাদের নিয়ে মত বিনিময় সভায় মিলিত হয়েছেন তিনি। সাথে ছিলেন কদমতলা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রনয় দাস, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষন দাস সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রথমেই সাংসদকে সংবর্ধনা প্রদান করেছেন এসএইচজি গ্রুপের মহিলা সহ কদমতলা আরডি ব্লকের কর্মরত মহিলারা।

সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, নারী শক্তিকে স্বনির্ভর করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। এতে লক্ষ লক্ষ মহিলারা এই এস এইচ গ্রুপের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য যেভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, তাতে আগামী দিনে মহিলারা আর পুরুষের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে না। তাই সমস্ত রাজ্য সহ কদমতলা ব্লক এলাকার গ্রামীন মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এইধরনের সরকারি প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা।

তাছাড়া এদিন কদমতলা ব্লক এলাকার দুটি স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের হাতে তিন লক্ষ এবং চার লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন তিনি। সবশেষে স্ব সহায়ক দলের মহিলারা তাদের দলের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দিয়েছেন সাংসদ সহ মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের হাতে।

এই অনুষ্ঠান শেষে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা কদমতলা ব্লকের উত্তর ফুলবাড়ী এলাকায় অবস্থিত আনফর আলীর বাড়িতে আগর উৎপাদিত কারখানা পরিদর্শন করেছেন। উওর ফুলবাড়ি এলাকায় অবস্থিত আনফর আলীর বাড়িতে মামন এন্টারপ্রাইজ নামের আগর ইন্ডাস্ট্রি পরিদর্শনে গিয়ে সেখানে কিভাবে আগর গাছ থেকে আগরের বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী উৎপাদন হয় সেই বিষয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যানবাহনের বাড়বাড়ন্তে গন্ডাছড়া মহকুমা জুড়ে তীব্র যানজট, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৪ ডিসেম্বর ।। যানবাহনের বাড়বাড়ন্তে যানজট চরম আকার ধারণ করেছে গন্ডাছড়া মহকুমা জুড়ে। পাশাপশি বেপরোয়া বাইকের দাপাদাপিতে নাজেহাল অবস্থায় পথ চলতি সাধারন মানুষ। এদিকে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিলেন মহকুমাবাসী।

গন্ডাছড়া মহকুমায় যে বাইক অটো রিক্সা গাড়ি বেড়ে চলেছে তাতে করে দেখা যায় যে বিপাকে পড়তে হচ্ছে। এনিয়ে সাধারণ মানুষ পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গন্ডাছাড়া থানার সামনে রয়েছে অটো রিক্সার সিন্ডিকেট। যার ফলে গন্ডাছড়া আমবাসা রাস্তার চৌমুহনিতে প্রতিদিন যানজট লেগেই থাকছে। এদিকে প্রতি বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া বাজার বার। ওইদিন যানজট আরো তীব্র আকার ধারন করে। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসেন। যার ফলে যানজট আরো বৃদ্ধি পায়। এই যানজট সামলাতে প্রশাসনের কোনো ভূমিকা নেই বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাই প্রশাসন যেন এই বাজার এলাকা সহ আশপাশ এলাকাকে যানজটমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে তার দাবি জানিয়েছেন সাধারন মানুষ। না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

ইতিহাস গড়ে অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটে হারালেন রিচা, দীপ্তিরা

মুম্বাই, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ইতিহাস গড়লেন হরমনপ্রীত কৌররা। মহিলাদের টেস্টের ইতিহাসে এই প্রথম বার অস্ট্রেলিয়াকে হারাল ভারত। কয়েক দিন আগে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল ভারতের মেয়েরা। সেই কাজটা আরও এক বার করলেন দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষেরা। অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ জিতল ভারত।

টেস্টের চতুর্থ দিন সকালে দাপট দেখিয়ে ভারতীয় বোলারেরা অস্ট্রেলিয়ার মাত্র ২৮ রানে পড়ে ৫ উইকেট ফেলে দেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাবার বাগানে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার ৪ সন্তানের পিতার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বামুটিয়া, ২৪ ডিসেম্বর।। বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত কালিবাজার এলাকায় একটি রাবার বাগান থেকে ৪ সন্তানের পিতার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যাক্তির নাম কমল সরকার। মৃত্যুর কারণ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ধোঁয়াশা।

মৃতের পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, পরিবারে কোনো ঝামেলা ছিল না। অতিরিক্ত মদ্যপান করার ফলে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি। এমনই দাবি পরিবারের সদস্যদের। তিনটি কন্যা সন্তান এবং এক পুত্র সন্তান রয়েছে তাঁর। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশী নাগরিক সন্দেহে আটক ১২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ ডিসেম্বর ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশী নাগরিক সন্দেহে একসঙ্গে ১২ জনকে আটক করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরেই তেলিয়ামুড়া শহরজুড়ে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন লোক ঘোরাফেরা করছে। তারা একসঙ্গে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে। প্রতিদিন তেলিয়ামুড়া শহরে তারা ফেরি দিয়ে কাপড় বিক্রি করে। তাদের দেখে সন্দেহ হলে শনিবার রাতে পুলিশ তাদের ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে ১২ জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ বড়দিন...

বড়দিন উপলক্ষে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। বড়দিন উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এক শুভেচ্ছাবার্তায় রাজ্যপাল বলেন, "বড়দিনের এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল জনগণকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাতে পেরে আমি অপরিমেয় আনন্দ উপলব্ধি করছি। পৃথিবীতে ভগবান যীশু খ্রীস্টের শুভ আবির্ভাবের দিনকে বড়দিন হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনটি এখনও আধ্যাত্মিক জীবনের এক গভীর সত্যের উল্লেখযোগ্য প্রতীক। তাঁর জন্মদিবসের এই শুভক্ষণে, সমগ্র মানবজাতির জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে শান্তি সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার প্রতি সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি বড়দিন পালন আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির বন্ধনকে শক্তিশালী করবে। আশা করি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর জন্য এই উৎসব আনন্দ, ভালোবাসা, সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বের বার্তা বয়ে নিয়ে আসবে।"

এদিকে, বড়দিন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বড়দিন প্রভু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বখাটে যুবকদের তান্ডব, নিরীহ পরিবারের ঘর ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর ।। কোনো বৈধ নোটিশ ছাড়াই দিনদুপুরে এক দিনমজুরের বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়েছেন তিন যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার বিটারবন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে মুহূর্তেই। উল্লেখ্য এলাকার সরকারী জমিতে দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর ধরে বসবাস করছে ওই গরীব পরিবারটি।

রবিবার হঠাৎই কয়েকজন যুবক তাদের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে ফেলে। তাদের কাছ থেকে তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা তাদের পরিচয় দিতেও নারাজ। এমনকি বৈধ কোনো নোটিশও দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে ওই যুবকরা। তবে কিসের ভিত্তিতে এভাবে এই বাড়ি-ঘর গুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদিন দুপুরে ওই অসহায় পরিবারটির ঘরের ছাউনি সহ রান্নার সামগ্রী সব তছনছ করে দিয়েছে ওই যুবকদের দল। এর পেছনে রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

জলের পাইপলাইনের কাজ করতে গিয়ে গণরোষের শিকার ঠিকেদার

নিম্নমানের কাজের অভিযোগ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ ডিসেম্বর ।। জলের পাইপলাইনের কাজ করতে গিয়ে ণরোষের শিকার হলেন ঠিকেদার পঙ্কজ মল্লিক। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত লাউগাং এলাকায় জলের পাইপলাইন বসানোর কাজের বারব্ধ পেয়েছেন ঠিকেদার পঙ্কজ মল্লিক। এলাকার লোকজনদের অভিযোগ পঙ্কজ মল্লিক পাইপ লাইন বসানোর জন্য ড্রজার দিয়ে ড্রেইন নির্মান করছেন।

ড্রেইনটির যেমন হওয়ার কথা ততটুকু কাজ হচ্ছেনা বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। এলাকাবাসীর আরো অভিযোগ, ড্রেইন করার সময় যেসকল পুরানো লোহার পাইপ উঠে আসছে সেগুলি ঠিকেদার নিয়ে গিয়ে স্থানীয় একটি দোকানে বিক্রি করে দিচ্ছে। এছাড়াও ড্রেইন নির্মানের সময় যেসকল ইট উঠে আসছে সেগুলিও তিনি নিয়ে যাচ্ছেন। কাজের গুনগতমানও খুবই নিম্নমানের বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

এলাকাবাসীর অভিমত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে বামমার্গীয় ঠিকেদার পঙ্কজ মল্লিক।অপরদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগের সত্যত্য যাচাই করতে গেলে ঠিকেদার পঙ্কজ মল্লিকের জানান, লোহার পাইপ ও ইটগুলি নিজ বাড়িতে নিয়ে গেছেন তিনি। যার মধ্যে লোহার পাইপগুলি অফিসে জমা করবেন এবং ইটগুলি পরবর্তী সময় কাজে লাগাবেন।

লাউগাং এলাকার লোকজনদের অভিযোগ রয়েছে পঙ্কজ মল্লিক বিগত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৭৯ ▫ ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং▫ ৮ পৌষ ▫ সোমবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আজ বড়দিন

প্রকৃতিগতভাবে একটি খ্রিষ্টীয় ধর্মানুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও একাধিক অ-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও মহাসমারোহে বড়দিন উৎসব পালন করেন।এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎসবের আয়োজনে প্রাক-খ্রিষ্টীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ভাবনার সমাবেশও দেখা যায়। উপহার প্রদান, সংগীত, বড়দিনের কার্ড বিনিময়, গির্জায় ধর্মোপাসনা, ভোজ, এবং বড়দিনের বৃক্ষ, আলোকসজ্জা, মালা, মিসলটো, যিশুর জন্মদৃশ্য, এবং হলি সমন্বিত এক বিশেষ ধরনের সাজসজ্জার প্রদর্শনী আধুনিককালে বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপনের অঙ্গ। উপহার প্রদানের রীতিটিসহ বড়দিন উৎসবের নানা অনুষঙ্গ খ্রিষ্টান ও অ-খ্রিষ্টানদের অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎসব উপলক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বিশেষ মরসুম চলে। বিগত কয়েকটি শতাব্দীতে বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চলে বড়দিনের অর্থনৈতিক প্রভাবটি ধীরে ধীরে প্রসারিত
হইতে দেখে গিয়াছে।

রাত পোহালেই ২৫ ডিসেম্বর। যীশুর জন্মদিনকে কেন্দ্র করিয়া হই চই শুরু হইয়াছে শহরজুড়িয়া। শীতের কনকনানি আর সিটি অফ জয়ের আনন্দে ভাসিয়া যাওয়া। দুটোই যেন এবছর একে অপরের পরিপূরক হইয়া উঠিয়াছে। তবে সবকিছুর মাঝেই বাদ সাধিয়াছে করোনাভাইরাসের চোখ রাঙানো। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকায় আবার সঙ্গী হইতে চলিয়াছে মাস্কের সজ্জা। তাই বলিয়া তো আর উৎসব বা উদযাপন থামিয়া থাকিতে পারে না। বড়দিন"এর উৎসব শুরু হইয়াছে ২৪ ডিসেম্বর থেকেই। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় চলিয়াছে ক্রিসমাস উদযাপন। বড়দিন মানেই তো সান্টাক্লজ, ক্রিসমাস ট্রি,কেক, সেইসঙ্গে দারুণ দারুণ উপহার। এই সবকিছুর জন্য থাকে বছরভরের অপেক্ষা। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই দিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ২৫ ডিসেম্বরই যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে পালন করা হয়। যদিও, বাইবেলেও সুনির্দিষ্ট করে যিশুর জন্মের দিন উল্লেখ করা নাই। তাহা হইলে, কবে থেকে কেন ২৫ ডিসেম্বর দিনটি যিশুর জন্মদিন হিসেবে পালন করা হয়,তাহা জানিয়া নিন।ইতিহাস অনুযায়ী, ২৫ শে ডিসেম্বর বেথেলহেম নগরে কুমারী মা মেরির কোলে জন্মিয়াছিলেন যিশু। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন, যিশু হল ঈশ্বরের পুত্র। মানুষকে সমস্তরকম পাপ থেকে মুক্তি দিতে যিশুকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন ঈশ্বর। রোমের প্রথম খ্রিস্টান রাজা কনস্ট্যানটাইন এই দিনটি যিশুর জন্মদিন হিসেবে পালন করিবার প্রথম নির্দেশ দেন। কয়েক বছর পরে পোপ জুলিয়াস মানিয়া নেন সেই নির্দেশ। সেই থেকে ২৪ ডিসেম্বর ক্রিসমাস ইভ, ২৫ ডিসেম্বর ক্রিসমাস এবং ২৬ ডিসেম্বর বক্সিং ডে হিসেবে পালিত হইয়া আসিতেছে।আবার অনেকে মনে করেন যে, ডিসেম্বর মাসে ঠান্ডার প্রকোপ বেশি থাকায় বরফ জমে যেত বিভিন্ন জায়গায়। জমে যাওয়া ঠান্ডা থেকে রেহাই পাইতে রোমের মানুষ জন এই দিনে সূর্যের কিরণ চাইয়া উপাসনা করিতেন। পরে অন্য ধর্মের মানুষদের খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য দিনটি যিশুর জন্মদিন হিসেবে পালিত হয়ে আসিতেছে।খ্রিসমাস ইভের সন্ধ্যা থেকেই উদযাপন শুরু হয়। গির্জাগুলিতে চলে প্রার্থনা এবং সুসজ্জিত ট্যাবলোর মধ্যে দিয়ে যিশু খ্রিস্টের জন্ম কাহিনি দেখানো হয়। এছাড়া, খ্রিসমাস সেলিব্রেশনে খাওয়া-দাওয়া, উপহার আদান-প্রদান, গান, আড্ডার মধ্যে দিয়া প্রভু যিশুকে স্মরণ করেন সব ধর্মের মানুষরা।

পুষ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ অকালি দলের প্রতিনিধি দলের, সুখবীর বললেন দু'টি প্রধান বিষয়ে হয়েছে কথা

দেহরাদুন, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবাসরীয় সকালে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে দেখা করল শিরোমণি অকালি দলের একটি প্রতিনিধি দল। শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি তথা পঞ্জাবের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রবিবার উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুনে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে দেখা করেছে। বৈঠক বেশ কিছু সময় ধরে চলে।

পুষ্করের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুখবীর সিং বাদল বলেছেন, 'উত্তরাখণ্ডে বসবাসরত শিখদের সঙ্গে সম্পর্কিত দু"টি প্রধান বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। একটি বিষয় ছিল, গুরুদ্বার জ্ঞান গোদ্রীতে জমি চিহ্নিতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত... উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি সাইট নির্বাচনের জন্য একটি এসজিপিসি প্রতিনিধি দলকে আমন্ত্রণ জানাবেন। দ্বিতীয় বিষয় কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, যাদের জমি উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠনের সময় ভাগ করা হয়েছিল... মুখ্যমন্ত্রী ধামি আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি শীঘ্রই এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করবেন।'

ডোমিনিকান রাষ্ট্রদূতের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : ডোমিনিকান রাষ্ট্রদূতের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে ডোমিনিকান রাষ্ট্রদূত হ্যান্স ড্যানেনবার্গের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। জয়শঙ্কর রবিবার নয়াদিল্লিতে ক্যারিবিয়ান দেশের প্রাক্তন দূত ড্যানেনবার্গকে 'ভারতের অসাধারণ বন্ধু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

জয়শঙ্কর ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত হ্যান্স ড্যানেনবার্গের মৃত্যুর খবর পেয়ে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেছেন। জয়শঙ্কর এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, "তিনি ভারতের এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অনেকের একজন অসাধারণ বন্ধু ছিলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক দূত হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তখন যাঁরা তাঁর অধীনে কর্মরত ছিলেন তাঁরা তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতার সাক্ষী"।

ঝাড়খণ্ডের কোডারমায় গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষ, গুরুতর আহত দুই

কোডার্মা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের কোডারমা জেলায় একটি গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে দুজন যুবক গুরুতর আহত হন। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ কোডারমা থানা এলাকার কোডার্মা উপত্যকায় গাড়ি ও বাইকের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে বাইক আরোহী দুই যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন, রাজা কুমার (১৬) এবং আরমান খান (২২)। দুজনই ঝাড়খণ্ডের বেহারওয়াতান্ডের বাসিন্দা।

দুর্ঘটনার পর হাইওয়ে পুলিশ আহতদের চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আরমান খানকে আরও ভালো চিকিৎসার জন্য রাঁচি রিমস-এ রেফার করেন চিকিৎসকরা। গাড়িটি বিহার থেকে কোডারমা দিকে আসছিল। অন্যদিকে বাইকে করে দুই যুবক কোডারমা থেকে বিহারের দিকে আসছিল। তাদের মধ্যে সংঘর্ষেই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে। কোডারমা থানার পুলিশ গাড়ি দুটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে।

বৈষ্ণবাচার্য ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর ১২০ তম আবির্ভাব দিবস

মিঠুন রায়

ধর্ম আমাদের জীবনে একান্ত অপরিহার্য। আধ্যাত্মিকতা ছাড়া জীবন সুখকর হতে পারে না। ধর্ম আমাদের শিক্ষা দেয়,যে উত্তম সে বিনয়ের খনি। যে হীন সে দাম্ভিক। অধ্যাত্মসাধনার পূণ্যভূমি আমাদের পৃথিবীতে যুগে যুগে মানব শিক্ষার জন্য আবির্ভাব ঘটেছে বহু অবতার সদগুরু মহাপুরুষের তারা এসেছেন এই জগতে মানবতার বাণী প্রচার করতে। বিশ্বকল্যাণ তথা বিশ্বভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে - সার্বজনীন সনাতনধর্ম যা মানব ধর্ম নামে পরিচিত তারপ্রচার এবং প্রসারইছিল তাঁদেরজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁদের কল্যাণেই বিশ্ববাসী জীবনের সাথে পরমব্রহ্মের হার্দিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষকরেছেন।এইমহৎপথেরঅন্যতম পথিক ডঃ শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারী। অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার অন্তর্গত খালিসাকোটা গ্রামে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯০৪ খ্রীঃ ২৫ শে ডিসেম্বর শুভ বড়দিনের পুণ্য প্রভাবে কালিদাস দাসগুপ্ত ও কামিনীসুন্দরী দেবীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তাঁর নাম ছিল বঙ্কিম। রমাতামহী নাম রাখেন চন্দ্রকান্ত। কিন্তু সকলে, তাকে কান্ত নামেই ডাকত। ছাত্রাবস্থায় শ্রীপাদমহেন্দ্রজির অন্যতম শিষ্য সংকর্ষণ (রাজেন্দ্র) এর কাছে প্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দরের চিত্রপট দেখে তাঁরপ্রতি আকৃষ্ট হন।পরবর্তী সময়ে শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের সাক্ষাৎ চরণ সেবা লাভ করেন। মেট্রিক পাশ করার পর তিনি শ্রীপাদমহেন্দ্রজির নিকট দীক্ষা পান। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নতুন নামকরণ হয় মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বিএ পাশ করে ও পরবর্তী স্তরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে সংস্কৃত ও পরে দর্শনে এম এ পাশ করে পরে পি এইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। মহানামব্রতজী ধর্ম সম্মেলনে ৪ টি ভাষণ প্রদানের অনুমতি লাভ করেন। ভাষণগুলিতে তাঁর গভীর জ্ঞান, আত্মপ্রত্যয় ও বাচনভঙ্গির অভিনবত্ব প্রকাশ পায়। সহজেই তিনি বিশিষ্ট শ্রোতাদের মন জয়ে সক্ষম হন। চিকাগো শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চান তিনি বেশ কিছুকাল আমেরিকায় থেকে ধর্ম বিষয়ে তাঁর উদার মতবাদ প্রচার করুন। মহেন্দ্রজীর সম্মতি পাওয়া গেল। চিকাগোর বিশিষ্ট নাগরিকগণের একান্ত চেষ্টায় তাঁর টুরিস্ট ভিসা পরিবর্তন করে স্টুডেন্ট ভিসা করা হয়। এজন্য চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। Ph.D. ডিগ্রীর জন্য এবং শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শনের উপর গবেষণা করে ১৯৩৭ খ্রীঃ Ph.D. ডিগ্রী লাভ করেন। ইতিমধ্যে তিনি World Fellowship of Faiths- এর আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে বৃত হন। তিনি আমেরিকার ৬৩ টি প্রধান শহরে ৩৫৪ টি বক্তৃতা করেন। ২৯ টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে Guest Lecturer হয়ে বক্তৃতা করেন। ৫ বছর ৮ মাস ইংলন্ড ও আমেরিকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, ক্লাবে অসংখ্য বক্তৃতা করেছেন। ১৯৩৯ - এর এপ্রিল মাসে স্বদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার পর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৩৯-৪৬ খ্রীঃ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে, স্কুল, কলেজে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা করেছেন। ১৯৪৬ খ্রীঃ মুসলমানগণ Direct Action ঙ্গখা

পরম ভাগবত ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সাহেব বরিশালের একটি কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য মহানামব্রতজীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি বিনীতভাবে ঘোষণা করে বাংলায় হিন্দু নিধন শুরু করে। ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশ বিভাগ ও পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হলে হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার শুরু হয়। ধর্মীয় সকল সংস্থাই পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসে। তখন একমাত্র মহানামব্রতজী হিন্দুদের জীবন ও সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সকল জেলায় পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ও আকর্ষণীয় বক্তৃতায় হিন্দু মুসলমান সকল শ্রোতাই খুশী হত। ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন, কলিকাতার মহাউদ্ধারণ মঠ, কৃষ্ণনগরে মহেন্দ্র বন্ধু অঙ্গন, নবদ্বীপ হরিসভা, ঢাকায় মহাপ্রকাশ মঠ, ময়মনসিংহে প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম ইত্যাদি পরিচালনের আর্থিক দায় তিনি বহন করেছেন। সারা বছর বিভিন্ন স্থানে যে ভাগবতীয় কথা পরিবেশন করতেন সেখানে যে প্রণামী পেতেন এবং শিষ্য ভক্তদের দান হতেই ঐ ব্যয় নির্বাহ হত। ১৯৪৭-৭১ ইং এর মধ্যে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনের মন্দির নির্মাণ এবং নবদ্বীপে মহানাম মঠ প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিধ্বস্ত দেবস্থলী সমূহকে স্বমহিমায় পুনঃস্থাপন কল্পে " দেবস্থলী সংস্কার সমিতি " গঠন করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শ্রীঅঙ্গনে গিয়ে ভোগ নিবেদন করতে না পারলে অন্ন গ্রহণ করবেন না। ঐ নয় মাস তিনি অন্ন গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পূর্বে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে কীর্তনরত ৮ জন ত্যাগী ব্রহ্মচারীকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে পাক হানাদাররা । ১৯৫৩ খ্রীঃ বৃন্দাবন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৯৫ খ্রীঃ মহানবমী তিথিতে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ইহলোক ত্যাগ করেন। অধ্যাত্মজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির অন্যতম কীর্তি চিকিৎসালয়, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি সাপন করা। ত্রিপুরা রাজ্যের জনদরদী সরকার শিক্ষাব্রতী মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত বাতাঢেপা উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ড়মহানামব্রত ব্রহ্মচারী উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করেছেন। শুভ ২৫ শে ডিসেম্বর পূণ্য আবির্ভাব দিবসে তার শ্রীচরণে বিনম্র কুসুমাঞ্জলী। তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী আমাদের চলার পথে প্রেরণা দেয়। ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি প্রেমাবতারী প্রভু বন্ধুসুন্দরের মহা উদ্ধারণলীলার সার্থক উত্তরসূরী। তিনি বলেছেন -'কাহারও প্রতি দ্রোহ আচরণ করিলে তজ্জনিত হল ভোগ করিতেই হইবে,কারণ কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী।' মহানাম কথা অমৃত কথা। অমৃত কথা অমৃত বর্ষণ করে।তা চিন্তা মাত্র আমাদের ভবব্যাধি বিনাশ হয়। শুভ জন্মদিনে আমরা মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ভাবধারায় সিক্ত হই।

মহামানব যীশু

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

গত সংখ্যার পর।। অনুরূপ ঘটনা সংঘঠিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সময়। গৌড়রাজ হুসেন শাহ-এর দুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক (রূপ গোস্বামী) ও প্রধান মন্ত্রী দাবীর খাস (সনাতন গোস্বামী) বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আগ্রহ জানিয়ে মহাপ্রভুকে গোপনে চিঠি লিখেছিলেন। হুসেন শাহ-এর রাজ্য পরিচালনায় এই দুই ভাই দুই মন্ত্রী হিসেবে রাজার দক্ষিণ ও বাম হস্তরূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। আবার অন্যদিকে যেমনটি ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের বীর বাঙালি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অন্তর্ধান করেছিলেন। তাঁর নিজ ঘরে, নিজের দেশে এবং বহির্ভারতে সর্বত্র শত্রুর কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও তিনি সেদিন নিজ লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন শত্রুপক্ষদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহন করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন বিকল্প ছিল না।

সুতরাং বলা যেতে পারে যীশুর জীবনে এই ধরণের আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যীশুকে যারা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার সপক্ষে নির্দেশ জারি করেছিল সেই ইহুদি পুরোহিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল যীশুর একান্ত গোপনীয় দুই বিশ্বস্ত শিষ্য। অতএব সেদিন কারো মনে সন্দেহ উদ্রেক হওয়ার কোন অবকাশই ছিল না। একাধারে যীশুর বিশ্বস্ত শিষ্য অন্যদিকে শত্রুপক্ষের বিশ্বস্ত কর্মচারী এই দ্বৈত ভূমিকা পালনে তৎপর দুই ব্যক্তিত্বের উপর ন্যাস্ত ছিল সেদিনের মহান গুরুদায়িত্ব। তাঁদের দু'জনের উপর ছিল উক্ত গোষ্ঠীর পূর্ণ আস্থা। এইসব কারণ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় এ সবই ছিল যীশুর পূর্ব নির্ধারিত ও সুসংযত পরিকল্পনা। বিশ্বাস ঘাতকতার সনাতন নীতি অবলম্বন পূর্বক সেই দুই গোপন শিষ্য মাত্র তিন ঘন্টার মধ্যেই সর্বসম্মতি ক্রমে যীশুকে মৃত ঘোষণা করে ক্রুশ থেকে নামিয়ে ফেলেছিলেন। অথচ তাঁর পাশের দু'জন তখনো জীবিত ছিলেন। তাঁদের মারার জন্যে পা দুটো ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল।

বলাবাহুল্য যীশুর যে মৃত্যু হয়নি একথা একেবারে জলবৎ তরলমপ্রমাণসিদ্ধ এবং স্বতঃসিদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

যীশুর পূতশরীরটি উপরোক্ত সেই ইহুদি পুরোহিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে একাধারে গোপন ও পরম অনুগত তাঁর দুই শিষ্যের হাতে শেষকৃত্য পালন হেতু সমর্পণ করা হয়েছিল। তাতে একটি মহৎ কার্যসিদ্ধি হয়েছিল তা হলো এই যে, শত্রুপক্ষের সকলেই পথের কাঁটা সরাতে পেরে পরম নিশ্চিন্ত নীরবে সেদিন উৎসব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যদিও ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তিন ঘন্টার ভিতরে কারো মৃত্যু হতে পারে সেই বিষয়ে শত্রুপক্ষের কেউই সন্দেহাতীত হতে পারেনি। অন্তর্গভীরে সন্দেহের দানা তখনো কিছু অবশিষ্ট ছিল। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা ছিল প্রাণদন্ড বিচারক পন্টিয়াস পাইলেট (Pontius Pilate) ও পুরোহিত সম্প্রদায়গণ। তবু নিশ্চিন্ত ছিলেন এই ভেবে যে, যাদের হাতে সেদিনের গুরুদায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয়েছিল তাঁরা দু'জনেই ছিলেন তাঁদের বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে চিহ্নিত। তাঁরা জানতো না যে গোড়ায় গলদ। তাঁরাই যে ঘরের শত্রু বিভীষণ হতে পারে একথা তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধিতে কুলিয়ে ওঠেনি তাই শত্রুপক্ষের কেউই একবারের জন্যেও সরেজমিনে তদন্ত করার বিষয়টা ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা করে গিয়েছিল। কথায় আছে — 'যার শেষ ভালো তার সব ভালো'। সেই সময় নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় যীশুর প্রাণহীন জড় দেহটাই শুধু অবশিষ্ট ছিল, তাতে হৃদস্পন্দন ছিল না। যীশুর প্রাণহীন শরীরটাকে তাঁরা দুজনে যোসেফের নিজস্ব সংরক্ষিত পারিবারিক স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে নিয়ে গিয়ে যীশুর শরীরের ক্ষতস্থানে Myrria ও Aloevera নামক ভেষজ মিশ্রণের প্রলেপ লাগিয়েছিলেন। যোসেফ এবং নিকোডেমাস বোধহয় বিশেষ ভাবেই জানতেন যে যীশুর মৃত্যু হয়নি। সেই কারণেই প্রভুর শীঘ্র আরোগ্য কামনায় ক্ষতস্থানে ভেষজ প্রয়োগ করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে মৃত্যু হলে ভেষজ প্রয়োগের প্রশ্নই উঠতো না। তদুপরি জ্যান্ত মানুষকে কবর দেবেন কেন ? প্রভু যীশুকে কবর না দিয়ে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পূতশরীরটি লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রেখে সেবা শুশ্রুষা করেছিলেন। অনুগত শিষ্যদ্বয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় যীশু এক সময় সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

রেজারেকশন (Resurrection) — এর আভিধানিক অর্থ 'কবর হইতে পুনরুত্থান'। তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে যীশু নির্বিকল্প সমাধি ভঙ্গ করে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' অনুযায়ী কফিন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সাথে পুনরায় গোপনে মিলিত হয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ এবং উপদেশ দিয়ে 'বেথ পিওর' অঞ্চলের 'রাখা' উপত্যকা বেয়ে যীশু দিব্যালোকের পথে ঈশ্বরের দেশে গমন করেন। এখানে বলে রাখা ভালো যীশু দিব্যালোকের পথে ঈশ্বরের দেশে গমন করেন কথাটা অনেকটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিমান দুঘটনায় মৃত্যু হওয়ার মতোই অলীক। মিথ্যে প্রচার করা হয়েছিল।

যীশু যোগবলে তিনদিন পরে সূক্ষ্ম শরীরে তাঁর সেই অসাড় ও পরিত্যক্ত দেহ পিঞ্জরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। তিনদিন যাবৎ তাঁর শিষ্যরা তাঁর স্থুল দেহটি রক্ষা করেছিলেন। পুনরুত্থান অর্থে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বর্ণিত কবর থেকে বেরিয়ে আসা নয় আমার মতে নির্বিকল্প সমাধি থেকে জেগে ওঠা। কারণ নির্বিকল্প সমাধি ব্যাপারে তখনকার দিনের মানুষদের কোন ধারণা ছিল না। পুনরুত্থানের পরে শিষ্যদের সাথে পুনর্মিলনের পরবর্তী পুরো ব্যাপারটাই ছিল তার অনুগত শিষ্যদের কপোল কল্পিত সাজানো কাহিনী যাতে যীশু পুনরায় শত্রুপক্ষের শ্যেন দৃষ্টিতে না পড়েন। তাঁকে যেন কেউ সন্দেহ করতে না পারে এবং বড় কোন বিপদের সম্মুখীন না হন। যীশু যেন চিরতরে সেই দেশের শাসক ও পুরোহিত গোষ্ঠীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারেন। এই ছিল প্রভু যীশুর প্রতি শিষ্যদের পক্ষে সময়োপযোগী একমাত্র উপযুক্ত কর্তব্য। বলা যায় সেদিন প্রভু যীশুর প্রতি কর্তব্য পালনে তাঁরা সর্বতোভাবে কৃতকার্য হতে পেরেছিলেন। (৩)

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের খ্যাতি ছিল দিগন্ত বিস্তৃত। মহামান্য আলেকজান্ডার এ্যারিস্টোট্যাল-এর নির্দেশে গ্রীক রাজ্যের অন্তগর্ত সুদূর মেসিডোনিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন ৩৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ঝিলম নদীর পারে কাশ্মীর উপত্যকায় এসে তাঁর যাত্রা শেষ হয়েছিল। বলাবাহুল্য ভারতের কাশ্মীর সম্পর্কে যীশুর মনে হয়তো আগে থেকেই অশেষ কৌতূহল জমা হয়েছিল। তিনি মিশর পারস্য হয়ে অবশেষে একদিন কাশ্মীরে এসে পৌঁছান। এই অজ্ঞাতবাস কালে যীশু নিজেকে ইয়ুজ আসফ নামে পরিচয় দিতেন। মোল্লা নাদিরির বিরচিত 'তারিক-ই-কাশ্মীরি'-তে এই নামের উল্লেখ আছে। এমন কি যোড়শ শতাব্দীতে লেখা আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থেও এই নাম পাওয়া যায় পশ্চিম এশিয়ার রূপকথাতেও এই নামের উল্লেখ আছে।

যীশু তিব্বতি লামাদের সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধশাস্ত্র ও হিন্দু ব্রাহ্মণদের নিকট হিন্দুশাস্ত্র অধ্যায়ন করেছিলেন। তাঁর শরীরে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া পুরনো ক্ষতচিহ্ন তখনও ছিল বিদ্যমান। সৌভাগ্যবশতঃ ক্রুশবিদ্ধের কারণে যীশুর শরীরের কোন শিরা-উপশিরা বা কোন হাড় স্পর্শ করেনি। এই সবই সম্ভব হয়েছিল যীশুর যোগশক্তির বলে। এই বিষয়ে এক রুশ পর্যটক নিকোলাস নোটোভিচ ও জার্মান গবেষক হোলগার কা কর্ষনে ব্যাপারটি কি একান্তই কাকতালীয় না পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা বলে তাঁরা গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

আমার বক্তব্য এই যে উপরোক্ত দুই গবেষকদের যদি কিছুমাত্র হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং আলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন যোগীপুরুষদের জীবনী জানা থাকতো তাহলে আশাকরি এই প্রশ্নের সমাধান তাঁরা নিজেরাই হয়তো করতে পারতেন জ্যোতিঃ পুঞ্জ সূর্যের ন্যায় তা আপন গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো, বর্ষণোন্মুখ কালো মেঘের আড়ালে তা ঢাকা পড়ে থাকতো না কখনো। তাঁদের জানা ছিল না যে, যারা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁরা অসীম ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁদের অসাধ্য বলে কিছু নেই। যীশু যোগবলের প্রভাবে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় তাঁর শরীরের কোন শিরা-উপশিরা বা হাড় স্পর্শ করতে দেননি। এই সামান্যতম ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশের কোন কারণ থাকতে পারে আমি তা স্বীকার করি না। যীশু ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী এবং অসাধারণ এক যোগীপুরুষ। যোগবলে অসম্ভবও সম্ভব হয় যা সাধারণ মানুষের ধারণা বহির্ভূত। ব্যাপারটা কাকতালীয় নয় মোটেই বরং শতকরা একশো ভাগ পূর্ব পরিকল্পিত বলেই আমার প্রতীতি হয়। প্রসঙ্গতঃ আমার বক্তব্যটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার অভিপ্রায় আমি প্রখ্যাত ক্রিয়াযোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় ও তাঁর দীক্ষাগুরু পূজ্যপাদ ও পরম অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন বাবাজি মহারাজের কথা উল্লেখ করবো। সহৃদয় পাঠক তাহলে সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, কেন ক্রুশবিদ্ধের সময় যীশুর শরীরের শিরা-উপশিরা বা হাড় স্পর্শ করতে পারেনি। নেপথ্যে রহস্যটি আসলে কি ছিল ? স্বামী যোগানন্দ বিরচিত যোগীকথামৃত থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি -

'১৮৬১ সালের শরৎকালে সামরিক পূর্তবিভাগে হিসাবরক্ষক হিসেবে দানাপুরে ছিলুম। একদিন সকালে অফিসে যেতে ম্যানেজার সাহেব ডেকে পাঠিয়ে বললেন --- লাহিড়ী, আমাদের হেড অফিস থেকে একটি টেলিগ্রাম এসেছে তোমায় রাণীক্ষেতে যেতে হবে, সেখানে সৈনিকদের একটা ঘাঁটি তৈরী হচ্ছে। একটি চাকর সঙ্গে নিয়ে চললুম রাণীক্ষেতে --- পাঁচশত মাইল রাস্তা। ঘোড়ার গাড়ীতে করে আমাদের হিমালয় প্রদেশে রাণীক্ষেতে পৌঁছতে লাগল পুরো একটি মাস।

অফিসের কাজযে বেশী ভারি ছিল তা নয়। সময় বেশ পাওয়া যেত আর আমি সেই হিমালয়ের বিরাট পাহাড় পর্বতে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে বহু সময় কাটাতুম। লোকমুখে শোনা গেল যে জায়গাটিতে খুব বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসীরা বাস করেন। তাঁদের দেখতে মনে বড়ই বাসনা হল। একদিন বিকেলের দিকে একটা পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে শুনতে পেলুম খুব দূর থেকে আমার নাম ধরে কে ডাকছে। শুনে তো ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলুম। যাই হোক, সেই পাহাড়ে —পাহাড়টার নাম ছিল দ্রোণগিরি --- চড়াই ভেঙ্গে তখন খুব তাড়াতাড়ি উঠতে লাগলুম। ... দেখি, সেই পাহাড়ের একটা উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে একটি সহাস্যবদন যুবক, আমায় সম্ভাষণ করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে রয়েছে। .....

সাধুটি সস্নেহে আমায় হিন্দিতে সম্বোধন করে বললেন, লাহিড়ী (লিহিড়ী মহাশয় তাঁর পূর্বজন্মে যে নামে পরিচিত ছিলেন বাবাজি মহারাজ প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সেই 'গঙ্গাধর' নামেই সম্বোধন করেছিলেন) তুমি এসেছ ! যাক, এই গুহাতে এখন একটু বিশ্রাম কর, আমিই তোমায় ডাকছিলুম, বুঝলে ?

একটি পরিস্কার ছোট্ট গুহাতে প্রবেশ করে দেখলুম যে, কতকগুলো পশমের কম্বল আর কমন্ডলু সেখানে রয়েছে। একটা কোনে ছিল ভাঁজকরা একটি কম্বল --- তা দেখিয়ে যোগীটি জিজ্ঞাসা করলেন, লাহাড়ী তুমি ঐ আসনটি চিনতে পার ? বললুম, না মশায় ! তারপর আমার দুঃসাহসিক কাজে কতকটা যেন ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েই বললুম, আমার এখনই যেতে হবে, রাত এসে পড়ল বলে। সকালে অফিসে আমার কাজ আছে যে। সেই রহস্যময় সাধুটি তখন ইংরেজিতে উত্তর দিলেন --- অফিসকেই তোমার জন্যে এখানে আনা হয়েছে, তোমাকে অফিসের জন্যে নয়, বুঝলে ? তারপর বললেন --- দেখছি যে আমার টেলিগ্রামের ফল ফলেছে। যোগীটির কথাগুলি আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য ঠেকল, তাই এ কথার মানে কি জিজ্ঞাসা করলুম। আমি তোমার সেই টেলিগ্রামের কথা বলছি যা পেয়ে তুমি এই নির্জন প্রদেশে এসেছ। আমিই তোমার উপরওয়ালার মনে নীরবে এই ধারণা জন্মিয়ে দিলুম যে তোমার এখন রাণীক্ষেতে বদলি হওয়া দরকার

তারপর শীগগিরই হেড অফিস থেকে একটি চিঠি এল। চিঠিতে লেখা ছিল — লাহিড়ী দানাপুরের অফিসে ফিরে আসবে। তাঁর রাণীক্ষেতে বদলি হওয়া ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছিল। আর একজন লোককে রাণীক্ষেতের কাজের ভার নিতে পাঠান উচিত ছিল।

অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন বাবাজীর ন্যায় যীশুও সেদিন কেবলমাত্র যোগশক্তির বলে ক্রুশবিদ্ধকারীর মাধ্যমে সেই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ রূপে পূর্ব পরিকল্পিত, কাকতালীয় ছিল না মোটেই। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান অপরাবিদ্যায় অর্থাৎ তরল আকারে বিরাজমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্ভূত কোন কিছুর প্রতিই আস্থা থাকে না। এসব কিছুই অস্বাভাবিক, অসম্ভব ও কাকতালীয় বলে প্রতীতি হয়। কিন্তু জ্ঞান যখন পরাবিদ্যায় অবস্থান করে অর্থাৎ জমাট বাঁধে বা পাকা হয় তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্ভূত বা ভূমন্ডলের অতীন্দ্রিয় সব কিছুর উপরেই থাকে পূর্ণ আস্থা, তখন অসম্ভব বলে কিছু থাকে না। বিজ্ঞান নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ। আধ্যাত্মিক জগত অসীম ও অনন্ত তাকে সীমা রেখার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না।

(৪)

আমাদের দেশের নাথ সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু চেতননাথের সময়ে যীশু এই দেশে পাড়ি দেন। গুরু চেতননাথের পরে ঈশানাথই প্রধান গুরু হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ঈশানাথ ছিলেন বিদেশী। এসেছিলেন পশ্চিম এশিয়া থেকে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন তাঁর স্বদেশের মাটিতে ধর্মীয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কারণে তাঁর প্রাণ সংশয়ও দেখা দিয়েছিল। সেই দেশের শাসক, যাজক ও পুরোহিতগণ তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যোগবলে নিজেকে রক্ষা করেন। তারপরে এদেশে চলে আসেন। ঈশানাথের আশ্রম ছিল হিমালয়ের পাদদেশে।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর একেবারে শুরুতে ঈশানাথের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল শালিবাহনের। শালিবাহন ছিলেন মধ্য এশিয়া থেকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে আগত শকরাজা বিক্রমজিতের পৌত্র। সম্ভবতঃ খ্রিস্টপূর্ব ষাট বা সত্তর দশকে বিক্রমজিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজের নামকরণ করেন বিক্রমজিত। শালিবাহনের পুত্রের নাম রাজা কনিস্ক। শকরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কনিস্কের রাজসভাতেই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি রূপে স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তুষারাবৃত পাহাড়ের গা ঘেসে ভ্রমণকালে শালিবাহনের সাথে সাক্ষাৎলাভ হয়েছিল ঈশানাথের। ঈশানাথ সেই সময় নিজেকে ঈশাপুত্র বলে পরিচয় প্রদান করেছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন যে, তিনি কুমারী মাতার সন্তান। তিনি পশ্চিম এশিয়াবাসী। গুপ্তযুগে রচিত 'ভবিষ্যৎ পুরাণে' লিপিবদ্ধ আছে এই সাক্ষাৎকার। কাশ্মীর উপত্যকাতেই যীশুর দেহাবসান হয়েছিল। সেই সাক্ষ্য বহন করে আছে লাদাখের হেমিস গুহায় সমাহিত তাঁর স্মৃতি সমাধি। হেমিস গুহায় সংরক্ষিত একটি প্রাচীন তিব্বতি পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করা আছে ইজরাইলজাত জনৈক ঈশার কথা। স্বামী অভেদানন্দও স্বীকার করেছিলেন সেই চিরসত্য। অতএব ঈশানাথই যে প্রকৃত অর্থে যীশু তাতে বিন্দুমাত্র কারো অন্তরে সন্দেহের দানা না থাকে। মহামানব যীশু আনুমানিক ১০২ বৎসর কাল জড়দেহে জীবিত ছিলেন।

বাঙালিদের সাথে যীশুর একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটি যে কী তা স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখনী সাহায্যে অবগত হওয়া যাক —

......'২৪ ডিসেম্বর (১০ পৌষ, শুক্রবার) এক অচিন্তনীয় ঘটনার ফলে আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া উঠিল। সন্ধ্যার অনেক পরে বাহিরে ধুনি জ্বালাইয়া নক্ষত্রখচিত উজ্জল মুক্তাকাশের নিম্নে ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানবৃন্দ ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যানান্তে তাঁহারা ঈশ্বরালোচনায় রত আছেন এমন সময় নরেন্দ্রনাথ ক্রমে যীশু খ্রিষ্টের ত্যাগ-তপস্যাপূত অপূর্ব জীবন-কথা প্রাণস্পর্শী ভাষায় আদ্যোপান্ত অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তারপর সেন্ট পল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন ত্যাগী শিষ্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মবিসর্জনের ফলে কিরূপে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টসম্প্রদায় প্রচারিত ও প্রসারিত হইল তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে এক ত্যাগৈশ্বর্যমন্ডিত প্রেরণাময় নবীন রাজ্যে লইয়া গেলেন এবং সকলের নিকট সাগ্রহ আবেদন জানাইলেন, তাঁহারাও যেন যীশুখ্রিস্ট ও তদীয় শিষ্যবৃন্দের ন্যায় পবিত্র জীবন গঠনপূর্বক উহা জগৎ-কল্যানে উৎসর্গ করিতে পারেন। সে প্রাণপ্রদ বাগ্মিতার প্রভাবে গুরুভ্রাতারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও পরস্পরের সন্মুখে ধুনির লেলিহান অগ্নিশিখাকে সাক্ষী রাখিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্বীয় অটুট সঙ্কল্প জানাইলেন — তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিবেন। সন্মুখস্থ অগ্নিশিখা তাহাদের ভাবোজ্জ্বল বদনোপরি প্রতিফলিত হইয়া সে আবেগময় প্রতিজ্ঞাকে ভাস্বরতর করিল, সমস্ত বায়ুমন্ডল যেন অপূর্ব ভগবৎ প্রেরণায় শিহরিয়া উঠিল আর স্তব্ধ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া সে অনুপম দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। পুনর্বার সাধারণ ভূমিতে তাঁহাদের মন নামিয়া আসিলে তাঁহারা ভাবিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, সে সন্ধ্যাটি ছিল যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের প্রাকক্ষণ'।

সঠিক কবে কোনদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যবৃন্দগণ সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা জানা না থাকলেও যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের পূণ্যলগ্নেই তাঁরা সকলে সন্ন্যাস ধর্ম পালনে সঙ্কল্প বদ্ধ হয়েছিলেন।

বিশ্বব্যাপী ২৫ ডিসেম্বর যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন করে আসছে যুগ-যুগান্তর যাবৎ। যদিও বলতে বাঁধা নেই, তাঁর জন্মদিনটি কিন্তু সঠিক নয়। যীশুখ্রিস্টের মৃত্যুর তিনশো বছর পরে এই দিনটিকে জন্মদিন হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল। তাঁর জন্মদিনটি বিশেষ কোন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। বরং বলা যায় সেকালের দিনে ২৪ ডিসেম্বর দিনটিকে ধরা হতো দক্ষিণায়নের সর্বশেষ দিন হিসেবে। অর্থাৎ উত্তরায়নের শুরু। শীত প্রধান দেশে দিন বড় হওয়ার আনন্দের চেয়ে বড় খুশির খবর আর কী হতে পারে ? সুতরাং যেটুকু আনন্দ তা দক্ষিণায়নের সমাপ্তির কারণে, যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে নয়। পরে অবশ্য ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণায়নের সর্বশেষ দিন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আমাদের দেশে এই সময়টাকে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই সর্ব প্রথম আখ্যা দিয়েছিলেন 'বড় দিন' নামে। তবে একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাঙালি জাতির স্মরণে-মননে যীশু কিন্তু একান্তই আপনজন।

তথ্যসূত্রঃ - স্বামী অপূর্বানন্দ — আচার্য শঙ্কর, স্বামী গম্ভীরানন্দ — যুগনায়ক বিবেকানন্দ ,স্বামী যতীশ্বরানন্দ — স্বামী তুরীয়ানন্দ , স্বামী যোগানন্দ — যোগিকথামৃত ,নীলরতন সেন — বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় ***(সমাপ্ত)***

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

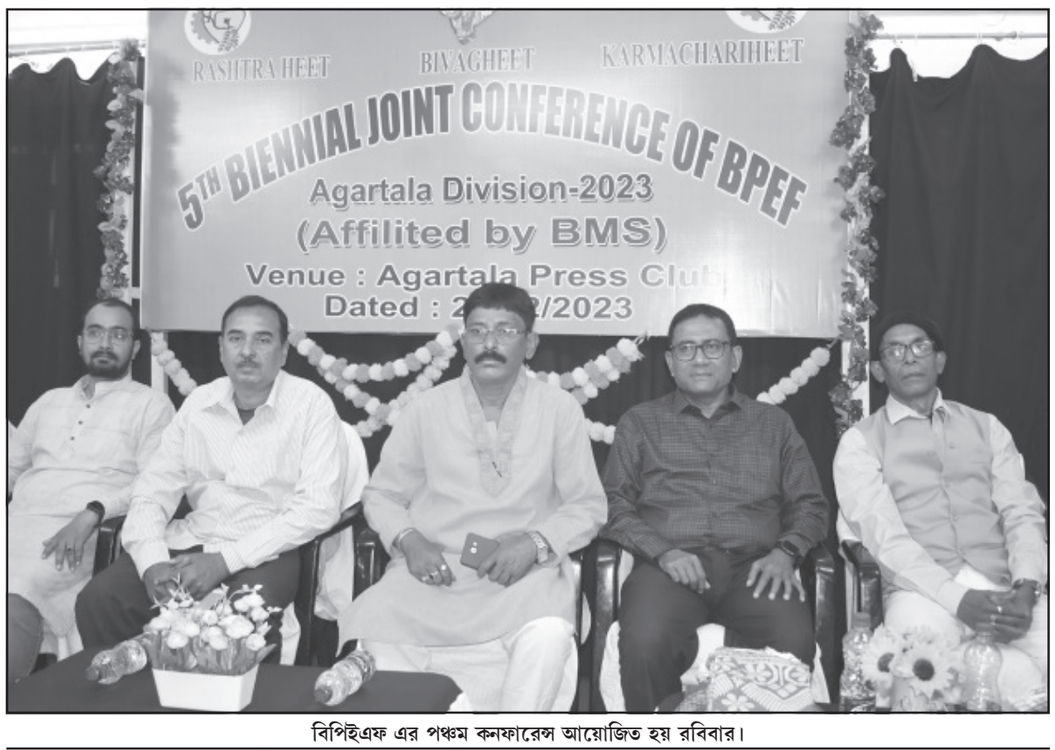

বিপিইএফ এর পঞ্চম কনফারেন্স আয়োজিত হয় রবিবার।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের প্রতি সমবেদনা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের

শ্রীনগর, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন। রবিবার লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা বলেন, এই বর্বর কাজের জন্য দায়ী কাপুরুষদের কোনওভাবেই ছাড়া হবে না।

একটি মসজিদে নামাজ পড়ার সময় একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকের উপর সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানো হয়। এই হামলার জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, এই বর্বর কাজের জন্য দায়ী কাপুরুষদের ছাড় দেওয়া হবে না। গভর্নর এদিন নিহত প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

সতীর্থের রহস্যমৃত্যু, লংকায় গুলি ও বন্দুক সহ গ্রেফতার দুই চোরাশিকারি

হোজাই (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : হোজাই জেলার অন্তর্গত লংকায় প্রচুর পরিমাণের গুলি এবং তিনটি হাতে তৈরি বন্দুক সহ দুই চোরাশিকারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত দুই চোরাশিকারিকে যথাক্রমে ইমরান হুসেন এবং আইনুল হক বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। উভয় চোরাশিকারি লংকার নখুঁটি ১ নম্বর এবং ৩ নম্বর সার্থে গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গেছে, জনৈক আব্দুল কুদ্দুস নামের এক সতীর্থের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উদ্ধার হওয়ার পর থেকে ইমরান হুসেন এবং আইনুল হক পলাতক ছিল।

ঘটনা সম্পর্কে গত ১৭ ডিসেম্বর লংকার নখুঁটি পুলিশ ওয়াচপোস্টে আব্দুল কুদ্দুসের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি এফআইআর দাখিল করা হয়েছিল। এফআইআর-এ লেখা হয়েছিল, দুই সতীর্থ ইমরান হুসেন এবং আইনুল হকের সঙ্গে লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গরু খুঁজতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল আব্দুল কুদ্দুস।

এফআইআর-এর ভিত্তিতে এক মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত-অভিযান চালিয়ে শুক্রবার রাতে লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে দুই সতীর্থ ইমরান হুসেন এবং আইনুল হককে গ্রেফতার করে। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় গুলি সহ তিনটি হস্তনির্মিত বন্দুক।

"আইএনডিআই" জোটের ভাষা দেশবিরোধী : গিরিরাজ সিং

বেগুসরাই, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : "আইএনডিআই" জোটের ভাষা দেশবিরোধী, রবিবার এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। রবিবার কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বিহারের বেগুসরাইতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।

তিনি এদিন ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারানকে কড়া আক্রমণের পাশাপাশি কংগ্রেস, ফারুক আবদুল্লাহ, নীতীশ কুমার এবং লালু প্রসাদ যাদবকেও আক্রমণ করেছেন। বিহারের কর্মীদের প্রতি ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারানের অবমাননাকর কথা প্রসঙ্গে গিরিরাজ সিং এদিন বলেন, কর্ণাটকে ডিএমকে এবং কংগ্রেস সরকার রয়েছে। সাংসদের ভাষায় দেশ ভাঙতে চলেছে। বিহারের মানুষ তামিলনাড়ু বা কর্ণাটকে যেখানেই যান না কেন, তাঁরা আত্মসম্মান নিয়ে কাজ করেন। আগে সনাতন ধর্মকে অপমান করা হয়েছে, এখন শ্রমিকদের ওপর হামলা দুঃখজনক। ফারুক আবদুল্লাহকে নিশানা করে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে কংগ্রেস ও ফারুক আবদুল্লাহর সরকার নেই। দেশের স্বার্থে এখন নরেন্দ্র মোদীর সরকার দায়িত্বে রয়েছে। তিনি আরও জানান, নীতীশ কুমারের ঝামেলা বাড়তে চলেছে। সেখানকার জনগণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকার গঠন করবে। আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনে আবারও মোদীর জয় নিশ্চিত, মোদী সরকার আবার গঠিত হবে। আজ পর্যন্ত কেউ গরীবদের জন্য এতটা কাজ করেনি যতটা মোদী করেছেন। রাম জন্মভূমি কমিটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা উৎসবে সমাজবাদী পার্টির নেতাকে আমন্ত্রণ না জানানোর বিষয়ে, গিরিরাজ সিং বলেন, সমাজবাদী পার্টি সরকারের আমলে রাম ভক্তদের উপর গুলি চালানো হয়েছিল। আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কি না জানি না, তবে একজন রামভক্তের খুনিকে কেন আমন্ত্রণ জানানো হবে?

কুস্তি থেকে অবসর নেওয়ার পর এখন আমার লক্ষ্য লোকসভা নির্বাচনের দিকে : ব্রিজভূষণ শরণ সিং

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : কুস্তি থেকে অবসর নেওয়ার পর এখন আমার লক্ষ্য লোকসভা নির্বাচনের দিকে। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন বিজেপি সাংসদ এবং প্রাক্তন ডব্লিউএফআই সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিং। নবগঠিত রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ডব্লিউএফআই) স্থগিত করার পরে বিজেপি সাংসদ এবং প্রাক্তন ডব্লিউএফআই সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিং জানান, তিনি নিজেকে কুস্তি থেকে দূরে রেখেছেন এবং এখন তাঁর পুরো লক্ষ্য লোকসভা নির্বাচনের দিকে। রবিবার তিনি সাংবাদিকদের জানান, আমি ১২ বছর কুস্তির জন্য কাজ করেছি। সময়ই মূল্যায়ন করবে কি করা সঠিক বা ভুল। আমি কুস্তি থেকে অবসর নিয়েছি। এখন যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক, সরকারের সঙ্গে কথা বলা বা আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা, সেবিষয়ে ফেডারেশনের নির্বাচিত জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে। এখন লোকসভা নির্বাচন আসছে এবং আমার অনেক কাজ আছে। নন্দনী নগরে টুর্নামেন্ট আয়োজনের প্রশ্নে, ব্রিজভূষণ জানান, ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী শিশুদের ভবিষ্যত যাতে নষ্ট না হয়, তাই এই টুর্নামেন্টটি নন্দনী নগরে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। টুর্নামেন্টটি চারদিন হওয়ার কথা ছিল। দেশের ২৫টি ফেডারেশনের মধ্যে এই টুর্নামেন্টটি ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। নন্দিনী নগরে আমাদের সমস্ত পরিকাঠামো প্রস্তুত রয়েছে। এই টুর্নামেন্টের জন্য সব ফেডারেশন তাদের সম্মতি দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি এখন সরকার ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে তাদের তত্ত্বাবধানে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের আহ্বান জানাচ্ছি।

কুস্তিগীর সাক্ষী মালিক ডব্লিউএফআই-এর স্থগিতাদেশের বিষয়ে জানান, এখন পর্যন্ত লিখিতভাবে স্পষ্ট নয় যে রেসলিং অ্যাসোসিয়েশন স্থগিত করা হয়েছে নাকি শুধুমাত্র সঞ্জয় সিংকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আমি এব্যাপারে কথা বলব।

বিতর্কের আবহেই সমাবর্তন যাদবপুরে, পড়ুয়াদের সার্টিফিকেট দিলেন সহ উপাচার্য

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) নানা নাটকের পর অবশেষে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। রবিবার নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন এয়ার থিয়েটারে শুরু হয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউয়ের উপস্থিতিতেই সমাবর্তন হল। তবে তিনি নিজের হাতে পড়ুয়াদের ডিগ্রির সার্টিফিকেট দিলেন না। সেটা তুলে দিলেন সহ-উপাচার্য।

সমাবর্তনের আগে শনিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে সরিয়ে দেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। পরক্ষণেই আবার বুদ্ধদেবের অপসারণ বেআইনি বলে দাবি করে তাঁকে পদে পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর। সেই সঙ্গে ভিসিকে সমাবর্তন করানোর বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। রবিবার সমাবর্তনের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্ট মিটিং শুরু হয়। সেই বৈঠকে দুই পক্ষের চিঠিই পেশ করা হয়। তারপর ভিসির উপস্থিতিতেই শুরু হয় সমাবর্তন। নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন এয়ার থিয়েটারে। সেখানে যদিও পৌরোহিত্য করেন রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু। সহ-উপাচার্য অমিতাভ দত্ত পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেন শংসাপত্র। পাশেই বসে থাকেন বুদ্ধদেব সাউ। রবিবার সমাবর্তনে পড়ুয়াদের হাতে যে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাতে উপাচার্য হিসাবে বুদ্ধদেবের সই রয়েছে। তবে বিতর্ক এড়াতেই তিনি সার্টিফিকেট নিজের হাতে তুলে দেননি।

সমাবর্তন নিয়ে আগেই জটিলতা তৈরি হয়েছিল। রাজ্যপাল সমাবর্তনে মত দেননি। তাঁর 'নির্দেশ' অমান্য করার ফলেই উপাচার্য সাউ রাজ্যপালের রোষের মুখে পড়েন। উল্লেখ্য, সমাবর্তনের জন্য আচার্যকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে এদিন তিনি আসেননি। শহরে থাকা সত্ত্বেও গরহাজির ছিলেন ইউজিসির প্রতিনিধি।

টেটের প্রশ্নপত্র ভাইরাল ! অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিল পর্ষদ

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : টেট চলাকালীন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল একটি প্রশ্ন পত্র। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে জলঘোলা। পরীক্ষা শেষ হতেই দেখা গেল, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া প্রশ্ন আর আসল প্রশ্ন হুবহু এক। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান। যদিও ডিআই জানান, অভিযোগ পেলে তদন্ত হবে। এদিকে অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

নির্ধারিত সূচি মেনে রবিবার ঠিক বেলা ১২ টায় শুরু হয় টেট। কড়া নিরাপত্তায় শুরু হয় পরীক্ষা। এর ঘণ্টাখানেক পর থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার বহু মানুষের মোবাইলে ঘুরতে দেখা যায় একটি প্রশ্ন পত্র। তাতেই মাথা চাড়া দেয় প্রশ্নফাঁসের গুঞ্জন। বেলা ২ টো বেজে ৩০ মিনিট নাগাদ পরীক্ষা শেষ হয়। এর পরই দেখা যায়, ভাইরাল হওয়া প্রশ্ন ও আসল প্রশ্ন, অর্থাৎ যে প্রশ্নে পরীক্ষা হয়েছে, তা হুবহু এক। এর পরই ক্ষোভ উগরে দেন পরীক্ষার্থীরা। তারা হাই কোর্টে যাবেন বলে জানান। একই সঙ্গে তারা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত এবং ফের পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানান।

বাবলু রহমান নামে এক পরীক্ষার্থী বলেন, এটা পরীক্ষার নামে প্রহসন হচ্ছে। মৌমিতা সরকার নামে অপর এক পরীক্ষার্থী বলেন, "এতো চেকিং সবই বৃথা। জীবন নিয়ে ছেলে খেলা চলছে।" তবে এদিন প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান লৈক্ষ্যমোহন রায়। তিনি সাফ বলেন, "এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ। পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে।" প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি ডি আই প্রাইমারি শ্যামল চন্দ্র রায় জানিয়েছেন, এ ধরনের অভিযোগ তার কাছে এখনও যায়নি। গেলে খতিয়ে দেখা হবে। এপ্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সহ-সচিব বলেন, "পরীক্ষা শুরু হয়েছে ১২ টায়। পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রে ঢুকেছে ১১ টায়। শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে যদি প্রশ্ন ভাইরাল হয়েও থাকে, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার কিছুই নেই। কোনও প্রভাব পড়বে না।"

গৈরিক সমাবেশে ব্রিগেডে গীতা পাঠ করলেন লক্ষাধিক মানুষ

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতার মর্য্যাদাপূর্ণ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে একাত্ম হয়ে ভগবদ্গীতা পাঠ করলেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ। রবিবার হাজার হাজার সাধু—সন্তের গৈরিক সমাবেশে সম্মিলিতভাবে ভগবদ্গীতা পাঠ করেন এক লাখেরও বেশি মানুষ। এদিন ব্রিগেডে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে পড়া হল গীতার ৫টি অধ্যায়। সকালে হয় কলস স্থাপন, হরিনাম সঙ্কীর্তন। ব্রিগেডে আশীর্বচন দেন দ্বারকার শঙ্করাচার্য্য সদানন্দ সরস্বতীর। হাজির ছিলেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দ্বৈতাপতি। এদিনের মঞ্চ থেকে ভারত সেবাশ্রমের স্বামী ভগবতী গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ করার দাবি জানান।

দ্বারকা পীঠের শঙ্করাচার্য্য সদানন্দ সরস্বতীর উপস্থিতিতে গীতা জয়ন্তীর দ্বিতীয় দিনে শুরু হয় গীতা পাঠ। তিনি বলেন, কলকাতার এই দৃশ্য সারা বিশ্বের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। তিনি ভারত সেবা আশ্রম ও অন্যান্য সংগঠনকে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে হিন্দু সম্প্রদায়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

এদিন কবি নজরুলের লেখা 'হে পার্থ সারথি বাজাও'গানটি গাওয়ার পর প্রায় ৬০ হাজার নারী শঙ্খ বাজিয়ে গান গেয়ে শোনান প্রায় ৬০ হাজার মানুষ। এরপর শুরু হয় গীতা পাঠ। সাংস্কৃতিক সঙ্গীতও পরিবেশন করেছিল সংস্কার ভারতী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এর সাথে যুক্ত একটি সংগঠন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে রবিবার ব্রিগেড ময়দানে ১ লাখ ৩৭ হাজার মানুষ সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠ করেছেন। তাতে বিশ্বরেকর্ড হয়েছে। মাঠে যখন একসঙ্গে এক কণ্ঠে গীতা পাঠ চলছিল সেই দৃশ্য ছিল বিস্ময়কর।

এদিনের অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) অধিকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং গীতা পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ভগবদগীতা হল বিশ্বের কাছে ভারতের সবচেয়ে বড় উপহার। যারা এই অনুষ্ঠানকে নিয়ে মজা করছে তাদের হিন্দু ধর্ম এবং এর ঐতিহ্যের প্রতি কোনও সম্মান নেই। মানুষ এটা করার চেষ্টা করছে, তাদের চেষ্টা হবে। হিন্দুদের বিভক্ত করে ব্যর্থ।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার কলকাতায় "লাখ কণ্ঠ সে গীতা পাঠ" কর্মসূচির জন্য তাঁর শুভকামনা জানিয়েছেন এবং আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে বিভিন্ন পটভূমি থেকে বিপুল জনতার দ্বারা ভগবত গীতার পাঠ কেবল সামাজিক সম্প্রীতিই বাড়াবে না বরং শক্তিও বাড়িয়ে দেবে। যা দেশের উন্নয়ন যাত্রায় সহায়ক প্রমাণিত হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্ন বয়সের পুরুষরা দেশের ঐতিহ্যবাহী সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী ও পায়জামা এবং মহিলারা ছিলেন সাদা লালপাড় শাড়িতে। এছাড়া গেরুয়া পোশাকে এদিনের অনুষ্ঠানের শোভা বর্ধন করেন হাজার হাজার সন্ত-মহারাজ। সব মিলিয়ে এদিনের ব্রিগেডে অনন্য দৃশ্য তৈরি হয়। মাঠে উপস্থিত লোকজন জানান, কলকাতায় এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখা যায়নি।

মুম্বইয়ের চুনাভট্টিতে এক অপরাধীকে খুন, আহত ২

মুম্বই, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : মুম্বইয়ের চুনাভট্টিতে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করা হল এক অপরাধীকে। সেই সঙ্গে আহত হয়েছে দুজন ব্যক্তি। রবিবার চুনাভট্টি এলাকার অরিহন্ত আবাসনে দুষ্কৃতীরা এক অপরাধীকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত দুজন গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত দুজন গুরুতর আহত হয়। আহতদের সাইন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় মৃত ব্যক্তির নাম সুমিত ইয়েরুলকার। সুমিতের বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা রয়েছে। শুধু তাই নয়, সে সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। জানা গিয়েছে, সুমিত রবিবার অরিহন্ত আবাসনে এসেছিল। সেসময় অজ্ঞাত পরিচয় কিছু দুষ্কৃতী তাকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় আরও দু'জন আহত হয়েছেন, তাদের সাইন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে চুনাভট্টি থানা ও ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে দুষ্কৃতীদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চও এই মামলায় একইরকমভাবে তদন্ত চালাচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সত্যিকারের সান্তা ক্লজ : ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাত পোহালেই বড়দিন। এই আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের সত্যিকারের সান্তা ক্লজ বললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ক্রিস্টমাস কার্নিভালের উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সান্তা ক্লজ বলে দাবি করেন তিনি। উল্টোডাঙার মুচিবাজারে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং ৩ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান অনিন্দ্যকিশোর রাউতের উদ্যোগে ক্রিস্টমাস কার্নিভাল শুরু হয়। যা আগামী ২ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

রবিবার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আগে সান্তা ক্লজের উপহারের আশায় রাত জেগে বসে থাকতাম। ঘুম থেকে উঠেই দেখতাম মাথার কাছে সাজিয়ে রাখা নানা উপহার। শিশুমন বিশ্বাস করত, সান্তা এসেই সেসব দিয়ে গিয়েছে। বড় হয়ে বুঝতে পারলাম, মা—বাবাই সান্তার ভূমিকা পালন করেন। এখন আমি উপলব্ধি করছি, সান্তা ক্লজ সত্যিই আসে। শুধু ক্রিস্টমাসের সময় আসে না, সারা বছর আসে। যে ছোট মেয়েগুলিকে বলা হয় যে, আর পড়াশোনা করার টাকা নেই, বিয়ে দিয়ে দেব। তখন সেই সান্তা ক্লজ এসে তাকে কন্যাশ্রীর টাকা দিয়ে বলে তোমাকে এখনও পড়তে হবে, জীবনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মেয়ের বিয়ে কী করে দেব? এই চিন্তায় পড়লেই সান্তা ক্লজ এসে বলে রূপশ্রীর কার্ডটা নাও। মেয়ের বিয়ে সসম্মানে দাও। একজন বাংলার সেই সান্তা ক্লজ আছেন, যিনি সবকিছু আমাদের দিয়েছেন। সেই সান্তা ক্লজের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় সত্যিকারের সান্তাক্লজের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

তিনি আরও বলেন, আজ স্বাস্থ্যসাথীর কথাও বলেছেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর কথায়, 'সরকারি থেকে বেসরকারি সমস্ত হাসপাতালে অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসায় সান্তা ক্লজ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও দেন। বাংলায় সান্তা ক্লজের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী যাতে দীর্ঘায়ু হন, সুস্থ সবল, কর্মক্ষম থাকেন, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।' এখন বড়দিন উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে শহর। পার্কস্ট্রিট থেকে বো---ব্যারাক আলো ঝলমল করছে। ছুটির আমেজে এই ক্ষণে অনেকেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। বড়দিনে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ছে কলকাতা। শহরে নজরদারিতে থাকবেন ৩ হাজারের বেশি পুলিশ।

লক্ষ ন্ট্রে গীতাপাঠে"হে পার্থসারথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ" গানে বিশ্ব রেকর্ডের শরিক সংস্কার ভারতী

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিগ্রেড রাজনৈতিক সভা দেখেছে বহু। কিন্তু আজ বাংলার বুকে নতুন ইতিহাসের স্বাক্ষী থাকল বিগ্রেড।লক্ষ ন্ট্রে ধ্বনিত হল গীতার বানী। যে মঞ্চ একাধিক বিশ্ব রেকর্ড করল। অনুষ্ঠানে লক্ষ ন্ট্রে 'হে পার্থসারথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য' গান পরিবেশনে বিশ্ব রেকর্ডের অংশীদার সংস্কার ভারতী। আজ, রবিবার কলকাতার বিগ্রেড ময়দানে আয়োজিত হয়েছে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান। মূল হোতা সনাতন সংস্কৃতি পরিষদ, অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ, মতিলাল ভারত তীর্থ সেবা মিশন এবং অন্যান্য আরও ধর্মীয় ও সামাজিক আশ্রম। রবিবার কাক ভোর থেকে সমাবেশ স্থলে মানুষে-মানুষে পরিপূর্ণ। সকাল হলেও কুয়াশা চাদরে মোড়া বিগ্রেডে লোক পাবন।বেলা ১০ টা বাজতেই গানে গানে শুরু হয়েছে ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান।সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের শিল্পী দলের নেতৃত্বে গাওয়া হল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ধনধান্য পুষ্পভরা" সহ চার টি দেশ গান। কলকাতায় এই প্রথম এমন আয়োজন। লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আজ সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে হাওড়া স্টেশনে আসতে শুরু করেছেন মানুষজন। তাঁদের সুবিধার্থে অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদের পক্ষ থেকে হাওড়া স্টেশনের বিপরীতে মঞ্চ করা হয়েছে। সেখান থেকেই তাঁদের যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনেকে আবার লঞ্চে বা বাসে কলকাতায় আসেন।

বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডের ঐতিহাসিক সভার সাংস্কৃতিক মঞ্চে ৬০ সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের নেতৃত্বে ও পরিচালনায়, গাওয়া হল কাজী নজরুলের বিখ্যাত গান 'হে পার্থসারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য-শঙ্খ'। যে গান গত তিন মাস ধরে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা নিয়মিত অভ্যাস করেছেন। এমনকি জেলা জেলায় গীতা প্রেমী সংগঠক দের কাছে গিয়ে ও তারা এই গান অভ্যাস করিয়েছেন। গানের কথা,স্বরলিপি, অডিও ট্রক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলার প্রতিটি ব্লকে এই গানের অভ্যাসের ব্যবস্থা করা হয়। নজরুলসংগীত গাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড গড়তে এই প্রথম লাখ মানুষ সমবেতসুরে তার লেখা গান গাইলেন। এদিন গিনেস বুক অব ওয়ার্ল রেকর্ডসের জন্য ঐ সংস্থার কর্তারা ও মাঠে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের অন্যতম উদ্যোক্তা রিশড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের প্রধান নির্গুনান্দজী বলেন, 'নজরুল ইসলামের লেখা এই গান বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বাংলা ভাষায় গীতার ওপর এর চেয়ে ভালো গান আর লেখা হয়নি। তাই তার গানটিকে বেছে নিয়েছি আমরা। এই গান তার জীবদ্দশা থেকেই বাংলার প্রতিটি মঠ-মন্দিরও আশ্রমে গীতা জয়ন্তীর দিন গাওয়ার রীতি আছে। এটি আমাদের গীতা প্রচারের প্রচলিত সংগীত।যা আজ নতুন করে বিশ্ব রেকর্ড করল।'

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, 'আজ থেকে ছয় মাস আগে বাংলার সন্ত সমাজ যখন এই কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা শুরু করেন তখন থেকেই সাংস্কৃতিক মঞ্চ পরিচালনার জন্য সংস্কার ভারতী কেই তারা দায়িত্ব দেন। সেই মত সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা হে পার্থসারথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ গানের অভ্যাস শুরু করে বাংলার জেলায় জেলায়। আজ তাই এই নতুন ইতিহাস রচনায় সংস্কার ভারতী নেতৃত্ব দেওয়ায় আমরা গর্বিত।'

পরে শঙ্করাচার্য্যের বক্তব্য এবং তারপর মূল অনুষ্ঠান গীতাপাঠ শুরু হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

দেহের মৃত কোষ সরিয়ে ফেলবে আবার রোমের ঘনত্ব কমিয়ে আনবে

কেতাদুরস্থ পশ্চিমী পোশাক পরতে ভালবাসেন। কিন্তু দেহের অবাঞ্ছিত রোম এবং অনুজ্জ্বল ত্বকের জন্য তা পরার সাহস দেখাতে পারেন না। রোম পরিষ্কার করার জন্যে নিয়মিত ওয়াক্স করাতে হয়। আর ত্বকের জেল্লা ফেরাতে নিয়মিত স্ক্রাব। কিন্তু মুশকিল হল, ব্যস্ত রুটিন থেকে সময় বার করে এত কিছু করাবেন যে সে সময় কোথায়!

আচ্ছা, এমন কিছু কি রয়েছে যা গায়ে ঘষলে মরা কোষও উঠে আসবে এবং রোমের ঘনত্বও কমবে? যাঁরা রূপচর্চা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তাঁদের মতে, এমন কিছু স্ক্রাব রয়েছে যা ব্যবহারে এই দুই সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

১) চিনির স্ক্রাব-গায়ে মাখার যে কোনও তেলের সঙ্গে চিনির গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকের জেল্লা যেমন ফিরে আসে, তেমনই রোমের ঘনত্ব কমতে থাকে।

২) কফির স্ক্রাব -বৃষ্টি বাদলাতে মাঝে মধ্যেই কফির কাপে চুমুক দিতে ইচ্ছে করে। সেই কফিই নারকেল তেলের সঙ্গে খানিকটা মিশিয়ে নিন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ সারা দেহে মেখে রেখে দিন। ত্বক থেকে রোদে পোড়া দাগ, ছোপ সরিয়ে ফেলতে এবং রোম তুলতে সাহায্য করে এই উপাদান।

৩) ওটমিল স্ক্রাব- টক দইয়ের সঙ্গে ওটমিলের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার সারা গায়ে মেখে কিছু ক্ষণ রেখে দিন। শুকিয়ে গেলে হালকা হাতে ঘষতে থাকুন। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের জেল্লা ফিরে আসবে এবং রোমের ঘনত্বও কমবে।

৪) সৈন্ধব লবণের স্ক্রাব-চিনির বদলে তেলের সঙ্গে মেশানো যায় সৈন্ধব লবণও। একই ভাবে কাজ করবে।

৫) চাল গুঁড়োর স্ক্রাব- কোরিয়ান প্রসাধনীর অন্যতম একটি উপাদান হল চাল বা ভাত। টক দইয়ের সঙ্গে চালের গুঁড়ো দিয়ে বানিয়ে নিন স্ক্রাব। ত্বক থেকে ট্যান তুলতে এবং রোমের ঘনত্ব কমাতে সাহায্য করে এই মিশ্রণ।

কাসুন্দি ইলিশের রেসিপি

মাছের স্বাদ যেমনই হোক বর্ষাকালে বাড়িতে ইলিশ আসবে না তা কী করে হয়? খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ ভাজা, বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল, সর্ষের ঝাল সবই তো খেয়েছেন। কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া কাসুন্দি ইলিশের স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে। ওই পদটি তৈরি করবেন বলেই বাজার থেকে মস্ত একটি ইলিশ আর কাসুন্দির শিশি কিনেছেন।

ভাজা খাবারের সঙ্গে কাসুন্দি খেয়েছেন বহুবার। কিন্তু কাসুন্দি দিয়ে ইলিশ রান্না করবেন কী করে? চিন্তা নেই। রইল কাসুন্দি ইলিশের রেসিপি।

উপকরণ

ইলিশ মাছ-৬ টুকরো,কাসুন্দি-১/২ কাপ,হলুদ গুঁড়ো-১/৪ চা চামচ, সর্ষের তেল-১/৪ কাপ, কাঁচালঙ্কা-৪,৫টা,নুন-স্বাদ মতো

প্রণালী-১) একটা বড় কড়াইতে কাসুন্দি, তেল, নুন ও হলুদ একসঙ্গে নিয়ে ইলিশ মাছের টুকরোয় মাখিয়ে নিন। ২) এর উপরে কাঁচালঙ্কা চিরে দিন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট এই মিশ্রণ মাখিয়ে রেখে দিন। ৩) এরপর একটি টিফিন বাক্সে কাসুন্দি মাখানো মাছগুলি রেখে দিন। ৪) এ বার কড়াইতে জল গরম করতে দিন। মাছ ভরা বাক্সটি ওই ফুটন্ত জলের মধ্যে বসিয়ে দিন। ৫) মিনিট ১৫ পরে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন কাসুন্দি ইলিশ।

ভুল ভঙ্গিতে ঘুমোলে ত্বকের গ্রন্থিগুলি ঠিকঠাক অক্সিজেন পায় না

পর্যাপ্ত ঘুমোলে শুধু শরীর নয়, সুস্থ থাকে ত্বকও। ঘুমের সঙ্গে ত্বক ভাল রাখার সম্পর্ক অনেক গভীর। এমনিতেই ঘুম কম হলে তার প্রভাব পড়ে ত্বকের উপর। ত্বকের ঝলমলে ভাব বজায় থাকে তখনই, যখন ঘুম ভাল হয়। তবে ত্বকের খেয়াল রাখতে শুধু ঘুমোলেই হবে না। ঘুমোনোর ভঙ্গিও সঠিক হতে হবে। ভুল ভঙ্গিতে ঘুমোলে ত্বকের গ্রন্থিগুলি ঠিকঠাক অক্সিজেন পায় না।

ত্বক ভিতর নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ে যায়। ঘুমোনোর সময় কোন অভ্যাসগুলি এড়িয়ে চললে ত্বক ভাল থাকবে?

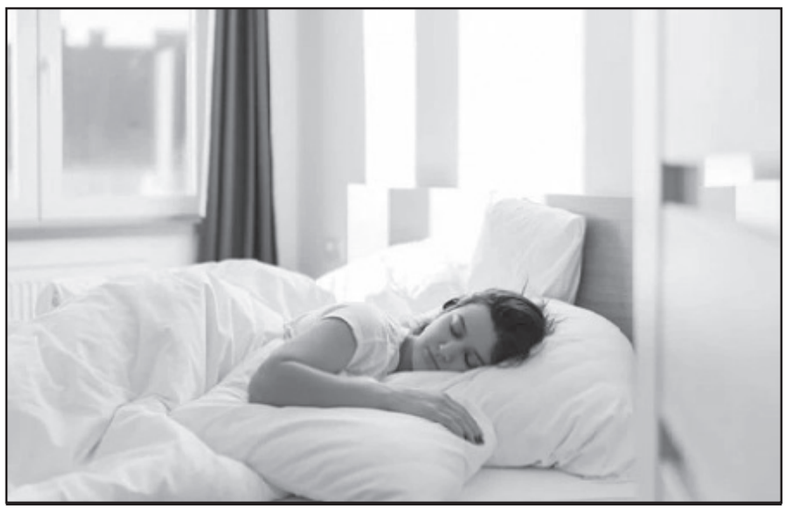

উপুড় হয়ে শোওয়া অনেকেই এই ভাবে ঘুমোতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তবে ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য এই ভঙ্গি মোটেই ভাল নয়। বালিশে মুখ গুঁজে শোয়ার ফলে মুখের ত্বকেও অক্সিজেন একেবারেই পৌঁছয় না। রক্ত সঞ্চালনের মাত্রাও ঠিক থাকে না এই ভঙ্গিতে। চোখের তলায় ফোলা ভাব, ত্বকের গ্রন্থিগুলি বুজে যাওয়া সহ একাধিক সমস্যা হতে পারে এই ভঙ্গিতে ঘুমোলে।

বালিশ জড়িয়ে ঘুমোনোর অভ্যাস পাশ ফিরে বালিশ জড়িয়ে ঘুমোতে অনেকেই অভ্যস্ত। কিন্তু এর ফলে ত্বকে দাগ ও চুলকানির সমস্যা হতে পারে। বালিশে অনেক সময় ব্যাক্টেরিয়া থাকে, তাই বালিশে একটি পরিষ্কার কভার পরিয়ে ঘুমোনোই ভাল। না হলে রাতে কোনও ক্রিম মেখে শুলে সেটাও লেগে যেতে পারে বালিশে।

পাশ ফিরে ঘুমোনো ত্বক ভাল রাখতে এই ভঙ্গিতেও ঘুমোতে পারেন। এতে ত্বকের ক্ষতি কম হয়। তবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ত্বকে কোনও ক্রিম মাখলে সেটা বালিশে লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এক পাশে খুব চাপ দিয়ে শুলে মুখের এক পাশে বলিরেখা ও ত্বক কুঁচকে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

জীবনের অন্যতম রঙিন সময় হল স্কুল-পর্ব

জীবনের অন্যতম রঙিন সময় হল স্কুল-পর্ব। পড়াশোনা, মজা, দুষ্টুমিতে ভরে থাকে এই সময়টা। স্কুলের নানা অভিজ্ঞতা সারা জীবন স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। নিজেদের ফেলে আসা দিনের স্মৃতি হাতড়ে বাবা-মায়েরাও এটাই আশা করেন যে, তাঁদের সন্তানরাও স্কুলে পড়ার এই সময়টা উপভোগ করবে। কিন্তু সব সময় তা হয় না।

হাসতে হাসতে স্কুলে যাওয়ার বদলে, স্কুলে যাওয়ার নাম শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে অনেকে। প্রাথমিক ভাবে বাবা-মায়েরা সন্তানের পড়াশোনা ভীতিকেই এর কারণ হিসাবে ধরে নেন। তবে সব ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ঠিক না-ও হতে পারে। স্কুলে গিয়ে সহপাঠীদের কোনও অপ্রত্যাশিত আচরণে সন্তান মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে কি না, তা এক বার যাচাই করে নেওয়া জরুরি। বাকিদের নেতিবাচক আচরণকে বলা হয় ''বুলিং''। বাবা-মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে অনেকেই কোনও সমস্যা হলে তা চেপে রাখে। বেশি দিন এমন চলতে থাকলে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হতে পারে। আপনার সন্তান এমন পরিস্থিতির শিকার কি না, তা বোঝার উপায় কী?

স্কুলে গিয়ে মানসিক নিপীড়নের শিকার হলে খেলাধুলো এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারাতে পারে শিশু। তার সঙ্গেই স্কুলে না যাওয়ার বায়না তো রয়েছেই। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোতেও অনীহা চলে আসতে পারে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায় অনেক সময়। কেউ আবার অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চুপচাপ হয়ে হয়ে যায়। শিশুর মধ্যে এই পরিবর্তনগুলির বিষয়ে অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। এমন কিছু চোখে পড়লে খোলাখুলি কথা বলুন সন্তানের সঙ্গে।

স্কুলের কথা এড়িয়ে যাওয়া

সন্তান সারা দিনে স্কুলে কী কী করল, তা নিয়ে বাবা-মায়েরা কৌতূহলী। স্কুলের প্রসঙ্গ উঠলেই কি শিশু এড়িয়ে যাচ্ছে? স্কুলের কথা কিছুতেই বলতে চাইছে না? তা হলে এক বার ভাল করে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। দরকার হলে স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলুন।

বিছানায় ছটফট করা

শিশুদের মধ্যে অনিদ্রার সমস্যা কম দেখা যায়। সারা দিন স্কুল, পড়াশোনা, খেলাধুলোর পর ক্লান্ত থাকে শিশুরা। ফলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। ইদানীং সন্তানের ঘুমোতে কি অসুবিধা হচ্ছে? শিশুর চোখে একেবারেই ঘুম নেই? বড় কোনও কারণ না হলে সাধারণত এমন হয় না। স্কুলে গিয়ে এমন কোনও পরিস্থিতিতে হয়তো তাকে পড়তে হচ্ছে যে, মানসিক ভাবে শান্ত হতে পারছে না। সে ক্ষেত্রে শিশুর কাছে তার সমস্যার কথা

দেবাশিস তেওয়ারীর তিনটি কবিতা

পুরোনো অ্যালবার্ট হল

কলেজস্ট্রিটের গায়ে অতীতের অ্যালবার্ট হলএখনও
কেমন ভীরু, হা হা করে
কাপে লিকুইডে।
দু'দিকে চেয়ার পাতা ছোটো টেবিলের ভাঁজে
ইতিহাস থরে থরে
দেরাজের কোনও গুপ্ত সিডে
সাজানো গোছানো আছে।

এই যেন ফুঁড়ে এলো----এডওয়ার্ড ভারতে এলেন
আগে থেকে বলা ছিল, সেইমতো
বাবা প্রিন্স অ্যালবার্টের নামে
দু'টো হলযার একটি সায়েন্স টেম্পল,আর
অন্যটি অ্যালবার্ট হল
তৈরির আরামে।

এই অ্যালবার্ট হলগড়ার ব্যাপারে মেন উদ্যোগই
কেশবচন্দ্রের
তিনি এই বাংলার সরকার থেকে অ্যান্ড
রাজা-মহারাজাদের থেকে
যা যা খরচাপাতি তার মালমাটি তুলে নিয়েছেন।

কলেজ স্কোয়ার কাছে পুরোনো দো-বাড়ির জায়গায়
এই অ্যালবার্ট হলতৈরি করা হল।
যার মধ্যে একটি বাড়ি কেশবের বাবার
বাবার...
সম্প্রদায় নির্বিশেষে সভা-সমিতির জন্য
এই হল যার
আরও থাকল গ্রন্থাগার,পাঠভবনের জায়গা...
এই হলে রাষ্ট্রগুরু, আনন্দমহন বসু প্রমুখরা নাকি
ভারতসভার কাজ পত্তন করেন।

আরও আছে, ভগিনীর ''কালী দি মাদার'', আর
বর্হবান্ধবের
বেদান্তদর্শন নিয়ে বিখ্যাত বক্তৃতাবলী
এখানেই পাঠ করা হয়।

মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ২৫ শে এপ্রিল যার
কার্যভার শুরু হয়েছিল।

বড় বড় মনীষীর বহু ঘটনার সাক্ষী
আজও টিকে আছে এই অ্যালবার্টের কোলে
বর্তমানে যাকে লোকে বেশি বেশি চেনে
কলেজস্ট্রিট----কফি হাউস বলে।

সাহিত্যের জন্ম
(ঋণঃ শেখর বসু)

সাহিত্যের জন্ম নাকি সেদিনই হয়েছে
যেদিন রাখাল গল্পে মিথ্যে মিথ্যে ''বাঘ বাঘ''
বলে উঠেছিল
শিল্প কিংবা সাহিত্যের দু'টো-একটা মায়া ছিল
বাঘের ওই কল্পিত ছায়ায়
ছায়ার নির্মাতা ছিল স্বয়ং বালক, আর
গল্প ছিল ব্যাঘ্রের স্বপনে
বালকের কৌশলে এ-গল্পটিও জমে গিয়েছিল।

বালকের সত্যি সত্যি বাঘের কবলে পড়া
নেহাতই দ্ব্যর্থ অঘটন

ঘন বুনটের ঘাসে সত্যিকার বাঘ, আর
ঘন এ বুনট গল্পে নিছক ব্যাঘ্রের
মাঝেই রয়েছে লুপ্ত সাহিত্যের রস।

এ গল্পটি শিক্ষাপ্রদ, অনেকেরই শিক্ষা দিতে
পারে
কিন্তু ওই বালকই আসলে ছিল জাদুকর
গল্পের নিয়ন্ত্রাশক্তি
স্রষ্টার স্বরূপ।

রিওয়াইন্ড করে

লালদিঘির উত্তরের পোড়ো জমিটিতে
কলকাতার কালেক্টর
সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে
ওই----ওই জমি কোম্পানির
জুনিয়র কর্মচারীদের
বাসগৃহ তৈরির জন্যই
টমাস লায়ন্স নামে ব্যক্তির
লিজ-টা দিলেন।

টমাস লায়ন্স করলেন কী
তিন সারিতে উনিশটি অ্যাপার্টমেন্ট
তৈরি করলেন
সেটি বর্তমানে, এই রাইটার্স বিল্ডিংস
সে যুগে কোম্পানির তরুণ কেরানিরাই
রাইটার্স বিল্ডিংস-এর এই ঘরে
বাস করতেন।

দেশ থেকে বহুদূরে চাকরি করতে আসা
ইংরেজদের
সান্ধ্যভোজের আসর
আর
শ্যাম্পেন-মদিরার ফোয়ারায় ফোয়ারায়
মশগুল থাকত
সেকালের ওই ও-বাড়িটি।

ক্রমে কোম্পানির এই রীতিতে যে বিবর্তন
আসে
তাতে এটি কর্মস্থল হয়
তারপর ক্রমে এর অলংকরণ কার্য
শুরু হয়ে যায়।
কোরিন্থিয়াম-থাম স্টাকো দেয়ালের কাজ
যেটি এর অন্যতম সেরা নিদর্শন।

তিরাশি সালের রীতি
উডিংটনের মূর্তি
রাইটার্সকে পাহারায় রাখে।
উনিশশো তিরিশ সালে
এই ঘরের রোটান্ডায়
বারান্দা ব্যাটল হয়েছিল,
ইংরেজ প্রভুর সাথে গুলি বিনিময় হয়
অসমসাহসী তিন
বি----বা----দী-র

আজকের বিবাদী বাগ
রাইটার্স বিল্ডিংস তথা
মহাকরণের সেই
পিছনে,
রিওয়াইন্ড করে
আদি স্থপতির নামে
লায়ন্স রেঞ্জ রাস্তাটা তৈরি করা আছে।

পিঠে খেলে আমিষ-ই সই

অসময়ে পিঠে-পুলি যদি তৈরি করতেই হয়, মাছ-মাংসের পুর দিয়ে নয় কেন? ব্যাটার গুলে নিয়ে পছন্দসই পুর তৈরি করে ভরে খেলেই হল। পাটিসাপটার ব্যাটার বা পুলির খোলটি তৈরি করার পদ্ধতি অনেকেরই জানা। শুধু নানা রকম পুর তৈরি করে নিতে হবে।

পাটিসাপটার আবরণ তৈরির উপকরণ: গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো ১ কাপ, ধনেপাতা সামান্য, নুন ১ চা চামচ, জল ২ কাপ।

প্রণালী: ব্যাটার তৈরির উপকরণগুলি গুলে নিতে হবে। এ বারে একটি ননস্টিক প্যান বা বড়, চ্যাপ্টা তাওয়ায় বেগুনের বোঁটা দিয়ে হালকা করে সাদা তেল বুলিয়ে তার উপরে ব্যাটার ছড়িয়ে দিতে হবে। ডুমো হাতার পিছন দিকটা দিয়ে গোলাকার ভাবে খানিকটা ছড়িয়ে নিন ব্যাটার। খেয়াল রাখবেন, এমন ভাবে পাটিসাপটার আবরণ তৈরি করতে হবে, যাতে তা ভিতরের আমিষ পুরের ভার নিতে পারে অথচ খুব বেশি পুরু না হয়।

গন্ধরাজ ভেটকি পাটিসাপটা

পুর তৈরির উপকরণ: ভেটকি মাছ ২৫০ গ্রাম, নুন ২ চা চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ চা চামচ, কাঁচালঙ্কা কুচি ২ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ চা চামচ, সাদা তেল আধ কাপ, গন্ধরাজ লেবু।

প্রণালী: পুর তৈরির সব উপকরণ একটি কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করে ভেজে নিতে হবে প্রথমে, ভেটকি মাছ-সহ। গন্ধরাজ লেবুর জেস্ট মিশিয়ে নিন এতে শেষে। মাছের পুর তৈরি হয়ে গেলে পাটিসাপটার মাঝ বরাবর লম্বা করে পুরটা ভরে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে ভেটকি মাছের পাটিসাপটা। ভাপা ইলিশ পাটিসাপটা পুর তৈরির উপকরণ: ইলিশ মাছ ২৫০ গ্রাম, নুন ২ চা চামচ, সরষের তেল আধ কাপ, নারকেল কোরা আধ কাপ, সরষে বাটা আধ কাপ, কাঁচা লঙ্কা ২টি।

প্রণালী: পুর তৈরির জন্য সব উপকরণ একসঙ্গে ভেজে নিতে হবে, ইলিশ মাছের সঙ্গেই। মাছটিও খুন্তি দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে পুরের সঙ্গে, তবে খুব বেশি ভাজার দরকার নেই। এ বারে পাটিসাপটার ব্যাটার তৈরির একই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাওয়ায় তা দিয়ে ভিতরে মাছের পুর ভরে মুড়ে নিন। তৈরি হয়ে যাবে পাটিসাপটা। ইলিশ মাছ ভাজার সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন এই পাটিসাপটা।

মোচা চিংড়ি পাটিসাপটা

পুর তৈরির উপকরণ: সিদ্ধ মোচা ২৫০ গ্রাম, মাঝারি মাপের চিংড়ি ৯-১০টি, নারকেল কোরা আধ কাপ, আদা ও জিরে একসঙ্গে বাটা আধ কাপ, ঘি ১ টেবিল চামচ, নুন ১ চা চামচ, গরম মশলা ১ চা চামচ, সরষের তেল আধ কাপ। প্রণালী: সিদ্ধ মোচার জল ঝরিয়ে ভাল করে চটকে নিন। চিংড়িগুলি আলাদা করে ভেজে রাখুন। এ বার পুর তৈরির বাকি উপকরণগুলি কড়াইয়ে সরষের তেলে ভাল করে নেড়ে নিন। মোচা আর চিংড়ি মাছও মিশিয়ে পুর তৈরি করে নিন। এর পরে পাটিসাপটার মধ্যে পুর ভরে মুড়ে নিলেই তৈরি।

চিজ বেকড চিকেন পাটিসাপটা

পুর তৈরির উপকরণ: গ্রেট করা চিজ ১ কাপ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ চা চামচ, লঙ্কা কুচি ১ চা চামচ, চিকেন কিমা ২৫০ গ্রাম, নুন ১ টেবিল চামচ, সাদা তেল আধ কাপ।

প্রণালী: চিকেন কিমার সঙ্গে বাকি উপকরণ মিশিয়ে ভাজা ভাজা করে নিন। ভাল করে কষিয়ে চিকেন সিদ্ধ হলেই পুর তৈরি। এ বার পাটিসাপটার মাঝ বরাবর লম্বা করে পুরটা দিন। পাটিসাপটার উপরে গ্রেট করা চিজ দিয়ে চাপা দিয়ে দিন। চিজ গলে এলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ওজন ঝরানোর সব চেষ্টা

জিমে গিয়ে শরীরচর্চার জন্য সময় বার করতে পারছেন না? ফিটনেসবিদদের মতে, জিমে যাওয়ার সময় না হলে বাড়িতে কিছু নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করলেও আপনার ওজন ঝরবে। হাতে সময় কম থাকলে মেদ ঝরাতে অনেকে পুশ আপ করতে শুরু করে দেন। শরীরের ওজনের ভার দু'হাতের উপর রেখে পুরো শরীরকে উপর-নীচ করার এই কেরামতি দেখতে সহজ হলেও, আদতে খুব একটা সহজ কাজ নয়।

নিয়মিত এই ব্যায়াম করতে পারলে পেশিশক্তি বাড়ে, ক্যালোরি ঝরে, মানসিক শক্তি দৃঢ় হয় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

সঠিক পদ্ধতি মেনে এই ব্যায়ামটি না করলে চোট লাগার আশঙ্কা থাকে। জেনে নিন পুশ আপ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে ভুলগুলি করেন তরুণ-তরুণীরা।

১) ঘাড় নিচু করা: পুশ আপ করার সময়ে ঘাড় নিচু করে নীচের দিকে তাকালে হয়তো আপনার উপর-নীচ করতে সুবিধা হতে পারে। কিন্তু এতে ঘাড়ে ব্যথা হওয়া, চোট পাওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। উপরন্তু ভুল কায়দায় ব্যায়াম করলে কোনও লাভের লাভ হয় না। তাই ঘাড় সব সময়ে সোজা রাখুন।

২) ভুল জায়গায় হাত রাখা: এই ব্যায়ামের ক্ষেত্রে একদম কাঁধ বরাবর সোজাসুজি হাত রাখতে হবে। হাতের তালু থাকবে মাটির উপরে। নইলে ব্যায়ামের পুরো উপকারিতা পাবেন না।

৩) নিতম্ব নামিয়ে ফেলা: পুশ আপ করার সময়ে গোটা শরীর একটি সমান রেখায় থাকা উচিত। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীচে নামার সময়ে অনেকেই নিতম্ব ঝুঁকিয়ে ফেলেন। এতে কোমরে ব্যথা হতে পারে।

৪) শরীর মাটিতে স্পর্শ করানো: ব্যায়ামটি করার সময়ে শরীর যেন কখনই মাটিতে স্পর্শ না করে, সে দিকে খেয়াল রাখুন। তাড়াহুড়ো করতে গেলে শরীরের কায়দায় ভুল হয়ে যায়। অল্প সময়ে আপনি ৩০টি পুশ আপ করে নিলেন অথচ পদ্ধিতেই গলদ রয়ে গেল, সে ক্ষেত্রে পুরো চেষ্টাটাই মাটি হবে। সময় নিয়ে সঠিক পদ্ধতি মেনে পুশ আপ করুন তবেই মিলবে সুফল।

'খুশির বড়দিন'

দীপক রঞ্জন কর

মাতা মেরীর কোলে
জন্ম নিল এ ধরাধামে
প্রেমবার্তা ছড়িয়ে দিতে
প্রভু যীশু খ্রীস্ট নামে।

২৫ শে ডিসেম্বর বড়দিন
আলোর প্রদীপ জ্বেলে,
লাল টুপি সাদা দাড়ি বৃদ্ধ
স্যান্টাক্লজের দেখা মেলে।

নানাবিধ উপহার নিয়ে সন্ত
আসে শিশুদের মাঝে,
কেক চকলেট খেলনা কত
থলিতে আরো কি যে !

ঘরে ঘরে খুশির আলো
শহর নগর গ্রামে,
নাচে গানে,প্রীতিভোজ
বেশ ধুমধামে।

ক্যান্ডেল জ্বেলে কেক কাটা
ধর্মমত নির্বিশেষে
দিনটি হয় প্রতিপালিত
আনন্দঘন পরিবেশে।

এনসিএইচএসি-এর আসন্ন নির্বাচনে ধনবল এবং বাহুবল প্রয়োগ হয়েছে, অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের

হাফলং (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : ২৮ আসনের উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ (এনসিএইচএসি)-এর আসন্ন নির্বাচনের জন্য মনোনয়নে ধনবল এবং বাহুবল প্রয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আজ রবিবার হাফলঙে দলের জেলা কার্যালয়ে জেলা সভাপতি তথা পরিষদীয় নির্বাচনে হাফলং আসনের প্রার্থী আচিং জেমি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কাণ্ডের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আচিং জেমি বলেন, 'আপনারা সবাই জ্ঞাত, কত রক্তাক্ত পরিস্থিতি, কত সংগ্রামের পর ডিমা হাসাও জেলায় শান্তি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একটা সময় সন্ধ্যা হলেই হাফলঙের রাজপথ শূন্য হয়ে যেত। এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। কিন্তু একাংশ মানুষ শান্তির ডিমা হাসাও জেলাকে পুনরায় অশান্ত করার চেষ্টা করছে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে সবাই শান্তি চাইছে।'

তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের তিন প্রার্থীকে শাসক বিজেপি অপহরণ করেছে বলে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব ভট্টাচার্য এবং ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সমরজিৎ হাফলংবার যে অভিযোগ করেছেন, তা যদি সত্য হয়, তবে এ ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রের জন্য অতি বিপজ্জনক। সময় সময় শাসকদলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা ডিমা হাসাও জেলার শান্তি-সম্প্রীতি নষ্ট করবে। জনগণকে বিবেচনা করতে হবে, ভোট কাকে দেবেন।'

আচিং বলেন, 'আজ প্রার্থীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে, কাল সাধারণ জনতার ঘরে ঢুকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হবে।'

জেলা সভাপতি আচিং জেমি বলেন, 'জেলা কংগ্রেস সভাপতি সমরজিৎ হাফলংবার শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, তাঁদের (কংগ্রেস) তিন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করার সময় জেলা নির্বাচনী কার্যালয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে টাকার প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল। যার দরুন অন্য তিন কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের তিন প্রার্থী বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছেন। তার অর্থ একটাই, দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর ডিমা হাসাও জেলায় যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা কংগ্রেস এবং বিজেপি কালিমালিপ্ত করেছে। টাকার জন্য বিজেপির কাছে কংগ্রেস প্রার্থী বিক্রি হয়েছেন। তা-থেকে আর লজ্জাজনক ঘটনা কী হতে পারে?' কংগ্রেসের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে আচিং জেমি বলেন, 'কংগ্রেসের এহেন কাপুরুষতাকে ধিক্কার জানাই। কংগ্রেসের এই কাণ্ডে পুনরায় প্রমাণ করেছে, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য একমাত্র দল হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির কেউ কোনও ধনবল বাহুবল তৃণমূলের প্রার্থীকে প্রভাবিত করতে পারবে না। তৃণমূল কংগ্রেস ডিমা হাসাও জেলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে আছে এবং থাকবে', সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন আচিং জেমি।

নদিয়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতী হাতকাটা মাসুদের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার

নদিয়া, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : নদিয়ায় উদ্ধার কুখ্যাত দুষ্কৃতী হাতকাটা মাসুদের। রবিবার সকালে চাপড়ার লক্ষ্মী ইটভাটা এলাকা থেকে উদ্ধার দেহ। গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন বলেই অনুমান পুলিশের। মাসুদের বিরুদ্ধে একাধিক খুনের মামলা রয়েছে। জামিনে মুক্তির পরই খুন হাতকাটা মাসুদ। কে বা কারা তাকে খুন করল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিহতের স্ত্রীর দাবি, শনিবার রাতে এলাকারই বেশ কয়েকজন ডেকে নিয়ে যায় তাকে। রাতে আর বাড়ি ফেরেনি হাতকাটা মাসুদ। রবিবার সকালে চাপড়ার পদ্মালামা মাঠে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কৃষকরা হাতকাটা মাসুদের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পৌঁছয় মৃতের পরিবারের কাছেও। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাপড়া থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঠিক কী কারণে খুন হল মাসুদ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের 'ত্রাস' ছিল হাতকাটা মাসুদ। তার বিরুদ্ধে একাধিক খুনের মামলা রয়েছে। মাসুদ-গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে একাধিক 'সুপারি কিলিং'-এর অভিযোগও রয়েছে বলে দাবি পুলিশ। সম্প্রতি রানাঘাটের বিখ্যাত স্বর্ণবিপণিতে ডাকাতির ঘটনায় নাম জড়ায় মাসুদের। গত ১৬ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তারও হয় সে। জামিনে মুক্তির পরই খুন হাতকাটা মাসুদ।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন রাজস্থানের রাজ্যপালের

জয়পুর, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাজস্থানের রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র।

রাজপাল মিশ্র রবিবার বাজপেয়ীর সুশাসনের কথা স্মরণ করে বলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন জনস্বার্থ সম্পর্কিত চিন্তার ফলাফল-ভিত্তিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সততা ও সমন্বয়ের সঙ্গে রাজনীতিতে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সংবিধান ও ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিত্ব ছিল বাজপেয়ীর। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বিরল। উন্নত ভারতের ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি সর্বদা সুশাসনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। রাজ্যপাল মিশ্র তাঁর জন্মদিনে অটল বিহারী বাজপেয়ীর মহৎ জীবন মূল্যবোধ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

দেশের প্রতিটি ভাষা ও বাক্যে শ্রীরাম অন্তর্ভুক্ত : আরিফ মহম্মদ খান

অযোধ্যা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শ্রীরাম সর্বত্র বিরাজমান। শ্রীরাম দেশের প্রতিটি ভাষা ও বাক্যে অন্তর্ভুক্ত। এই মন্তব্য করেছেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। তিনি বলেছেন, রামকে নিজস্ব উপায়ে এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন মানুষজন। সর্বপ্রথম কবি বাল্মীকি তাঁকে দেখেছেন অথবা অনুভব করেছেন। তাঁর রামায়ণ সারা দেশে বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান। আমরা আমাদের সন্তানদের রামের আদর্শের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্ব গঠন সম্পর্কে শিখিয়েছি। মানবতার বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। শিশুদের মধ্যে দেবত্ব জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার, শ্রী অযোধ্যা ন্যাস এবং প্রজ্ঞার যৌথ উদ্যোগে শ্রী মণিরাম দাস ছাউনিতে অবস্থিত শ্রী রাম সৎসঙ্গ ভবনে তিন দিনের অযোধ্যা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অযোধ্যা উৎসবের দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আরিফ মহম্মদ খান বলেন, 'ভগবান রামকে আদর্শ রাজা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং মা সীতাকে ভূ দেবী ও ভূমি কন্যা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে ভগবান রামকে সূর্য্যের আদর্শ রূপ মনে করা হয়। তাই তারা সূর্য্যবংশী।' তিনি আদি কবি বাল্মীকির কথা উল্লেখ্য করে বলেছেন, দক্ষিণে ভক্তি আন্দোলন উত্তরের অনেক আগে শুরু হয়েছিল। ভক্তি আন্দোলনে ভগবান রামের ঐশ্বরিক রূপ দেখা গিয়েছিল। তাঁকে অবতার হিসেবে দেখা হতো। কেরলে তাঁকে মহাবিষ্ণুর অবতার হিসাবে দেখা হয়েছিল এবং মালয়ালম ভাষায় রামায়ণের আবির্ভাব হয়েছিল।

রামায়ণ ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'রাম মন্দির মানেই রামের যাত্রা। ভগবান সূর্য্যের মতোই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আছে; এটার মতই।' তিনি বলেন, ধর্ম মানে করুণা, করুণা ধাম, প্রজ্ঞা ধাম এবং এই সবের অর্থ বুদ্ধি। তিনি আরও বলেন, অধ্যাত্ম রামায়ণের অনেক আগে বাল্মীকি রামায়ণ কেরলে অনুবাদ করা হয়েছিল।১২ শতকের কাছাকাছি। এর নাম ছিল রামচরিতম। এই কাজটি করেছে সেখানকার একটি রাজপরিবার। চিরামন রাজা ছিলেন। এখানে জানা খুবই জরুরী যে, চিরামন একটি মসজিদও। পরিবারের তৈরি ত্রিশূল বলে তার নামও চিরামন। থাইল্যান্ডের দীর্ঘ শাসনামলে, সরকারী উপাধি ছিল রাম। তার রাজধানীর নাম ছিল অযোধ্যা। মাধব কবি ছিলেন তিরুবনন্তপুরমের বাসিন্দা। তিনি মালয়ালম ভাষায় শ্রীমদ ভগবদগীতাও অনুবাদ করেন, কিন্তু সবচেয়ে জনপ্রিয় তাঁর লেখা রামায়ণ। ভগবান রামকে শুধু মর্যাদা পুরুষোত্তম হিসেবেই দেখা যায়নি, তাকে মহাবিষ্ণুর অবতার হিসেবেও দেখা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বের সব ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আমাদের সকলেরই এটা শেখা উচিত। ইন্দোনেশিয়াতেও এই ভাষার অনেক প্রভাব রয়েছে।

হিন্দুদের আস্থার লক্ষ্যে পৌঁছনো খুবই কঠিন ছিল-

হিন্দুস্থান সমাচার গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য প্রদীপ মাধোক বাবা হিন্দুস্থান সমাচারের গ্রুপ সম্পাদক এবং ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টসের সভাপতি রাম বাহাদুর রায়ের পক্ষে সবাইকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, শিবনগরী কাশী থেকে শ্রী রামের জন্মস্থানে আসার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। এতে আমি ধন্য হলাম, জীবন সার্থক হল। তিনি শ্রী রাম মন্দির নির্মাণের সংগ্রামকে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালের সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই কাজের জন্য শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, হাজার হাজার বছর ধরে অবহেলিত হিন্দুদের আস্থার লক্ষ্যে পৌঁছনো খুবই কঠিন ছিল। আমরা এমন একটা সময়ে অযোধ্যায় রয়েছি এবং সেই যুগের সাক্ষী রয়েছি যখন শ্রী রাম মন্দিরের নির্মাণ সত্যি হয়েছে। যারা শ্রী রাম মন্দিরের দর্শন উপলব্ধি করেছেন, তারা যুগে যুগে মানুষ মনে থাকবেন। প্রদর্শনী পরিদর্শন

রাজ্যপাল প্রথমে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টস আয়োজিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। প্রদর্শনীতে দেবী কন্যা গঙ্গাসতী, ঘোষা, শতরূপা, আক্কা মহাদেবী, লোপামুদ্রা, রুকাইয়া সাখাওয়াত, বিশ্বভারা, শাকল্য দেবী, রোমশা, সুলভা, অপালা, গার্গী, মমতা, মীরাবাই, মন্দোদরী, টি. বালা সরস্বতী, শ্রুতবতী, সন্ধ্যা, অম্বরিনী, দ্রৌপদী, আতুকুরী মোল্লা, এম এস সুব্বলক্ষ্মী, অদিতি, অরুন্ধতী, বিদ্যোত্তমার ছবি-সহ তাদের ভূমিকাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেন এবং পড়েন।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে পরিবেশ হয়ে ওঠে মনোজ্ঞ

রবিবার অযোধ্যা উৎসবের দ্বিতীয় দিনে জন-গণ-মন জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পরিবেশকে সম্পূর্ণ অনুকূল করে তুলেছিলেন।

ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৩,৭৪২; করোনায় আক্রান্ত ৬৫৬ জন, প্রাণহানি একজনের

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫৬ জন।

শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। গোটা দেশের মধ্যে কেরলেই একজন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩, ৭৪২০-তে পৌঁছেছে।

নতুন করে একজনের মৃত্যুর পর রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩৩,৩৩৩। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৭১,৫৪৫ জন করোনা-রোগী। মোট টিকাকরণের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭৯, ০৮১-তে পৌঁছেছে।

তিনসুকিয়ায় পুলিশের গুলিতে জখম আলফা-স্বাধীনের সন্দেহভাজন তিন লিংকম্যান

তিনসুকিয়া (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়ায় পুলিশের গুলিতে জখম হয়েছে নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠন 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম-স্বাধীন' (আলফা-স্বা)-এর সন্দেহভাজন তিন লিংকম্যান। ঘটনা আজ রবিবার ভোরে তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত কাকপথারের ডিরাক এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। পুলিশের গুলিতে জখমদের শদিয়ার স্কুল চারিআলির বিশ্বনাথ বুড়াগোহাঁই, নিজরাপাড়ার মনোজ বুড়াগোহাঁই এবং মিলননগরের দীপজ্যোতি ওরফে নবীন নেওগ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

পুলিশের সন্দেহ, ওই তিন যুবক নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম-স্বাধীনে যোগদানের চেষ্টা করছিল। তিনজনের পায়ে গুলি লেগেছে। প্রথমে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় তিনসুকিয়া সিভিল হাসপাতালে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ডিব্রুগড়ে অবস্থিত আসাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

তবে কেন বিশ্বনাথ বুড়াগোহাঁই, মনোজ বুড়াগোহাঁই এবং নবীন নেওগের ওপর গুলি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে এ খবর লেখা পর্যন্ত কোনও তথ্য পুলিশের তরফে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি।

লাগাতার চুরিতে নাজেহাল মানুষ ও ব্যবসায়ী: ধলাইর কচুছরা বাজারে চার দোকানে চুরি

ধলাই(ত্রিপুরা), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): দিনের পর দিন চুরি বেড়ে যাচ্ছে রাজ্যের ধলাই জেলার চার মহকুমার প্রত্যেকটিতে। এবার শনিবার রাতে কোন একসময় জেলার কমলপুর মহকুমার কচুছড়া থানাধীন কচুছরা বাজারে হানা দিল চোরের দল। চারটি দোকানে হানা দিয়ে লুট করল বিভিন্ন সামগ্রী সহ নগদ অর্থ। রবিবার সামনে আসে এই ঘটনা। দোকানের তালা ভেঙ্গে নিয়ে যায় জিনিসপত্র। কচুছড়া বাজারের হার্ডওয়ার, মুদি দোকান, পানের টং সহ চারটি দোকানে হানা দেয় চোরের দল। নিয়ে যায় নগদ টাকা সহ বিভিন্ন সামগ্রী। রবিবার সকালে দোকানের মালিকরা দোকানে এসে দেখতে পায় দোকানের তালা ভাঙ্গা। দোকানের ভেতরে প্রবেশ করতে ই দেখতে পায় দোকানের জিনিস এলোমেলো এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে।

মণিপুরে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে আটক ২৭৯ জন দুষ্কৃতী

ইমফল, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর অভিযোগে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে আটক করা হয়েছে ২৭৯ জন দুষ্কৃতীকে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে এদের আটক করে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। আজ রবিবার রাজ্য পুলিশ সদর দফতর সূত্রে এ খবর জানানো হয়েছে। এছাড়া সূত্রের খবরে জানা গেছে, ২ নম্বর জাতীয় সড়কে ২৬৭ এবং ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ১৭৭টি অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী বোঝাই লরি চলাচল নিশ্চিত করা হয়েছে। লরিগুলি বাধাহীন এবং সুরক্ষিতভাবে চলাচল নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছে সরকার।

সূত্রের আরও খবর, মণিপুরের বিভিন্ন জেলায় পাহাড় ও সমতল অঞ্চলে প্রায় ১৪৪টি চেকপয়েন্ট এবং চেক-পোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

ভারত গণতন্ত্রের জননী; বৃহত্তম গণতন্ত্র, যেখানে সবাই সমান : উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারত গণতন্ত্রের জননী; ভারত বৃহত্তম গণতন্ত্র, যেখানে সবাই সমান। বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। রবিবার উপ-রাষ্ট্রপতি নিবাসে ২০২৩ ব্যাচের ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষেবা (আইএসএস) প্রবেশনকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন উপ-রাষ্ট্রপতি। এই অফিসারদের উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'উত্তরাধিকার, বংশ অথবা পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আপনারা এই পরিষেবায় নন, শিক্ষার কারণে। এখন আমাদের কাছে এমন একটি ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে প্রতিটি তরুণ নিজস্ব প্রতিভাকে কাজে লাগাতে এবং নিজেদের স্বপ্ন ও আকাঙ্খাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে।'

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমাদের সংস্কৃতি হল- কথা ও সংলাপ। ঝগড়া করো না, সংঘর্ষ করো না, সহযোগিতা করো! এটা সবার দেশ, সবাই মিলে উন্নয়ন করব।' ধনখড় বলেছেন, 'আমরা ভাগ্যবান, আমাদের কাছে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন, যিনি উন্নয়নের প্রতি অনুরাগী, যার একটি মিশন রয়েছে ২০৪৭ সালের মধ্যে আমাদের ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে উন্নীত করা। আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে বিনিয়োগ ও সুযোগের জন্য প্রিয় গন্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।'

সুখবর দিলেন জিতেন্দ্র, এবার উধমপুর ও কাঠুয়ায় থামবে কাটরা-দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে উধমপুর ও কাঠুয়ায় থামবে কাটরা-দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। রবিবার এক্স মাধ্যমে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং। তিনি জানিয়েছেন, '৩০ ডিসেম্বর থেকে কাটরা-দিল্লি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন উধমপুর এবং কাঠুয়াতেও থামবে।' এক্স-এ একটি পোস্টে জিতেন্দ্র সিং জানান, "উধমপুর এবং কাঠুয়ার জন্য হৃদয়গ্রাহী খবর। ২০১৯ সালে কাটরা এবং দিল্লির মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার পর থেকেই কাঠুয়া এবং উধমপুরেও থামার জন্য ধারাবাহিকভাবে দাবি ছিল। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের অনুরোধে সাড়া দিচ্ছেন।' তিনি যোগ করেছেন, '৩০ ডিসেম্বর থেকে কাটরা-দিল্লি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উধমপুর এবং কাঠুয়াতেও থামবে।'

করিমগঞ্জ, নগাঁও এবং ধুবড়ি, বিজেপির কাছে 'ডিফিকাল্ট' আসন, বলেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা

জাগিরোড (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ, নগাঁও এবং ধুবড়ি, লোকসভা নির্বাচনে এবার এই তিন কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই তিন আসনে জয়ী হওয়া 'ডিফিকাল্ট' হবে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হিমন্তবিশ্ব বলেন, ডিলিমিটেশনের পর করিমগঞ্জ, নগাঁও, ধুবড়ি আসন বিজেপির কাছে চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। পরিকল্পনা মতো কাজ না করলে 'ডিফিকাল্ট' হবে।

নগাঁও আসনে কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থী দরখাস্ত করেছেন, এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, নগাঁও কংগ্রেসের জন্য একটি ভালো আসন। তাই ওই আসনের জন্য দাবিদার বহু। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন, করিমগঞ্জ এবং ধুবড়ি লোকসভা আসনের সাথে নগাঁও আসন বিজেপির জন্য কঠিন অঞ্চল। তবে সঠিক পরিকল্পনা করে কাজ করলে সাফল্য আসবে।

"বতন কো জানো" কর্মসূচি : জম্মু ও কাশ্মীরের ২৫০ শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলাপচারিতা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): "বতন কো জানো" অর্থাৎ দেশকে জানুন - এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের ২৫০ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সুবিধাবঞ্চিত ব্যাকগ্রাউন্ড শ্রেণী থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় সমস্ত লো থেকে ২৫০ জন শিক্ষার্থী দেশ ভ্রমণ করছে। তাঁরা ইতিমধ্যেই জয়পুর, আজমের এবং দিল্লি সফর করেছেন। রবিবার এই ২৫০ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শোনেন মোদী। উল্লেখ করা দরকার, এই ২৫০ জন শিক্ষার্থী জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। তাঁরা "বতন কো জানো" কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখবেন।

শিবসাগরে আলফা-স্বাধীনের লিংকম্যান সন্দেহে আরেক অভিযুক্তকে পুলিশের গুলি

শিবসাগর (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিবসাগরে আলফা-স্বাধীনের লিংকম্যান সন্দেহে আরেক অভিযুক্তকে গুলি করেছে পুলিশ। ঘটনা আজ রবিবার ভোরে শিবসাগর জেলার অন্তর্গত নাজিরা বিধানসভা এলাকাধীন গেলেকির দেওপানিতে সংঘটিত হয়েছে। গুলিবিদ্ধ সন্দেহভাজন আলফা-স্বাধীনের লিংকম্যানকে পল্লবজ্যোতি গগৈ বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

শিবসাগর জেলা পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ ডিসেম্বর জেলার অন্তর্গত জয়সাগরে সিআরপিএফ ক্যাম্পের কাছে আলফা-স্বাধীন কর্তৃক সংগঠিত বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কোঁওরপুর মৌজার বিক্রমপুরের বাসিন্দা পল্লবজ্যোতি গগৈ (২৭)-কে আটক করেছিল পুলিশ। পল্লব গগৈয়ের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে নিয়ে গোপন স্থান থেকে গোলাবারুদ উদ্ধারের জন্য আজ ভোররাতে গেলেকির দেওপানি এলাকায় রাজ্য পুলিশের পদস্থ অফিসারের নেতৃত্বে এক দল গিয়েছিল। সেখানে একটি নির্দিষ্ট গোপন স্থানে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয় ২১ রাউন্ড সক্রিয় গুলি। এগুলির মধ্যে রয়েছে দশ রাউন্ড পিস্তলের গুলি এবং ১১ রাউন্ড একে ৪৭-এর তাজা গুলি।

এদিকে ভোরের দিকে গেলেকির দেওপানিতে অভিযান শেষ করে ফেরার পথে অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নের জওয়ান ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে তার হেফাজত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে পল্লবজ্যোতি। তখন তাকে রুখতে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে। গুলি তার ডান পায়ে বিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ পল্লবজ্যোতি গগৈ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। মাটি থেকে তাকে তুলে প্রথমে গেলেকি হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে পাঠানো হয় ডিব্রুগড়ের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

উল্লেখ্য, আজ ভোরে উজান অসমের তিনসুকিয়ায়ও পুলিশের গুলিতে জখম হয়েছে নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠন 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম-স্বাধীন' (আলফা-স্বা)-এর সন্দেহভাজন তিন লিংকম্যান। ঘটনা তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত কাকপথারের ডিরাক এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। পুলিশের গুলিতে জখমদের শদিয়ার স্কুল চারিআলির বিশ্বনাথ বুড়াগোহাঁই, নিজরাপাড়ার মনোজ বুড়াগোহাঁই এবং মিলননগরের দীপজ্যোতি ওরফে নবীন নেওগ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জাগিরোডে ১১৪ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

জাগিরোড (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : জাগিরোড বিধানসভা নির্বাচনী এলাকায় ১১৪ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ রবিবার জাগিরোডের বিধায়ক তথা জলসম্পদ, তথ্য ও জনসংযোগ, সামাজিক ন্যায় এবং সংসদীয় পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা সহ বহুজনকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ জাগিরোড শহরে বিপুল জনতার উপস্থিতিতে যে সকল প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন সেগুলি যথাক্রমে ৮৫.৯৬ কোটি টাকার একটি রেলওয়ে ওভার ব্রিজ, ৯.৫৬ কোটি টাকার ওয়াটারফ্রন্ট উন্নয়ন প্রকল্প, ৯.৫ কোটি টাকার পূর্ত পরিদর্শন ভবন, ১.৯৫ কোটি টাকা মূল্যের জাগিরোড উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একটি স্থায়ী কার্যালয় ভবন এবং ৭.২০ কোটি টাকার ৭৫০ আসন বিশিষ্ট বহুমুখী একটি অডিটোরিয়াম। এতগুলি প্রকল্পের উদ্বোধন করে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্পগুলির বর্ণনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একসঙ্গে এতগুলি প্রকল্পের উদ্বোধন হওয়ায় জাগিরোড নির্বাচনী এলাকায় একটি মেগা উন্নয়নের জোয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আজ জাগিরোডে ৮৫.৯৬ কোটি টাকা মূল্যের একটি রেলওয়ে ওভার ব্রিজ হয়েছে। আমরা একটি সাইকেল ট্র্যাক এবং তরঙ্গ বিল হ্রদের পাড়ে সৌন্দর্য্যায়নও পেয়েছি। পিডব্লিউডি পরিদর্শন ভবনটি ৯.৫ কোটি টাকায় তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী ভবন পেয়েছে জাগিরোড উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। একটি সুন্দর ৭৫০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামও নির্মাণ করা হয়েছে। কেবল তা---ই নয়, জনসংযোগ বিভাগের একটি ডিজিটাল এলইডি বিল বোর্ডও তৈরি করা হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেছেন, খুব শীঘ্রই জাগিরোড নির্বাচনী এলাকায় একটি বড় বিনিয়োগের সুসংবাদ আসবে। তিনি বলেন, জাগিরোডে উন্নয়নের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। এতে মধ্য অসমের চেহারা পাল্টে দেবে, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী জাগিরোড শহরের নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও ৫০ কোটি টাকার প্রকল্পেরও ঘোষণা করেছেন। হিমন্তবিশ্ব শর্মার আরও ঘোষণা, জাগিরোডে একটি নতুন ফায়ার ব্রিগেড সেন্টার হবে। আশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে জাগিরোড নির্বাচনী এলাকায় মরিগাঁও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধন করতে সক্ষম হবে তাঁর সরকার।

ব্রিগেডে গীতাপাঠ করলেন লক্ষাধিক মানুষ

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে গীতা জয়ন্তীর দ্বিতীয় দিন রবিবার এক লাখেরও বেশি মানুষ গীতা পাঠ করেন। এ সময় দ্বারকা পীঠের শঙ্করাচার্য্য সদানন্দ সরস্বতীসহ হাজার হাজার ঋষি-সাধুও উপস্থিত ছিলেন। কবি নজরুল রচিত 'হে পার্থ সারথি বাজাও' গানটি গাওয়ার পর মাঠে উপস্থিত প্রায় ৭০ হাজার নারী শঙ্খ ফুঁকে এবং প্রায় ৬০ হাজার মানুষ একসঙ্গে গান করেন। এরপর শুরু হয় গীতা পাঠ। ব্রিগেড ময়দানে গীতা পাঠের মাহাত্ম্য তুলে ধরলেন সাধু-সন্তরা। প্রতিদিন গীতা পাঠে কী কী বদল ঘটতে পারে জীবনে, তাও জানান তাঁরা। গীতা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত ছিলেন দ্বারকার শঙ্করাচার্য্য-সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাধু-সন্তরা। নজরুলের গান আর শঙ্খধ্বনি দিয়ে শুরু হয় গীতাপাঠের অনুষ্ঠান। লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ করেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। সকালেই হয়েছে কলস স্থাপন, শঙ্খধ্বনি ছাড়াও রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গীতাপাঠের জন্য ব্রিগেডে তৈরি হয় বিশাল মঞ্চ, যার দু''টি ভাগ। বড় মঞ্চটি উঁচু, সেখানে ছিলেন দ্বারকার শঙ্করাচার্য্য সদানন্দ সরস্বতী, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দ্বৈতাপতি-সহ বিভিন্ন সাধু-সন্তরা। বড় মঞ্চের নীচে যে ছোট মঞ্চ তৈরি হয়েছে, সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ব্রিগেডে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। ব্রিগেড ময়দানে চলে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান।

সমবেত কণ্ঠে পাঠ করা হয় গীতা। সুকান্ত মজুমদার বলেন, "রাজনৈতিক পরিবেশের কোনও বিষয় নেই। এটা একটা সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রম। সেখানে সবাই অংশ নিয়েছে। আমরাও অংশ নিয়েছি। ব্রিগেড তো বাংলার কুরুক্ষেত্র।' দিলীপ ঘোষ জানান, "সমাজকে জাগাতে হবে। এক জায়গায় সকলকে আনতে হবে।'

লোহিত সাগরে ভারতীয় ভেসেলে ড্রোন হামলা, নেপথ্যে থাকা দেশের নাম প্রকাশ আমেরিকার

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): লোহিত সাগরে ভারতীয় জাহাজে ড্রোন হামলা! এমনই বার্তা পাঠিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বিভাগ। তাঁদের দাবি, লোহিত সাগরে ড্রোন হামলা চালানো হয় একটি তেল বহনকারী ভারতীয় জাহাজে। পেন্টাগন জানিয়েছে, ভারত উপকূলে গতকাল ইরানের ছোঁড়া ড্রোনের আঘাতে জাপানের একটি রাসায়নিক ট্যাঙ্কার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মার্কিন সামরিক বাহিনী এই ট্যাঙ্কারের দিকে লাগাতার নজর রেখেছে। গতকাল সকালে ভারতীয় উপকূল থেকে ২২০ নটিকাল মাইল দূরে এই ঘটনা ঘটে। হতাহতের কোনও খবর নেই। ভারতীয় নৌবাহিনীও সবরকম সাহায্যে এগিয়ে এসেছে।
এছাড়াও হামলার শিকার হয়েছে এমভি সাইবাবা নামে একটি ভেসেলও। গ্যাবনের মালিকানাধীন ওই জাহাজটিতে ভারতীয় সময় শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে হামলা হয়। ভারতীয় নৌবাহিনী রবিবার জানিয়েছে, ওই ভেসেলে ২৫ জন ভারতীয় ক্রু সদস্য ছিলেন এবং সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন। ওই ভেসেলে ভারতীয় পতাকা ছিল না। লোহিত সাগরে ভারতীয় পতাকাবাহী একটি তেলের ট্যাঙ্কারে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে আমেরিকা।
আরব সাগরের ভারতীয় উপকূলে সৌদি আরব থেকে অপরিশোধিত তেল নিয়ে ভারতগামী জাহাজে প্রথমে ড্রোন হামলার বিষয়ে জানা যায়। ইরান ওই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে আমেরিকা। ইরান অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দেশটির উপ বিদেশমন্ত্রী আলি বাঘেরি বলেছেন, হুতি বিদ্রোহীরা 'তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তে এবং সক্ষমতায়' এসব হামলা চালাচ্ছে।

লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ : ব্রিগেডমুখী ভিড় বিপুল মানুষের, ইতিহাসের অপেক্ষা

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): গীতা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ''লক্ষে কণ্ঠে গীতাপাঠ''-এর আয়োজন করা হয়েছে। বড় দিনের আগে এক অন্যরকম দিনের সাক্ষী হতে চলেছে শহর কলকাতা। বিভিন্ন আশ্রমের সাধু-সন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন কলকাতার ব্রিগেড গ্রাউন্ডে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজ নিয়ে আসা হয়েছে ব্রিগেডে। বিভিন্ন আশ্রম থেকে আনা হয়েছে মাটি।
এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক লক্ষ মানুষের সমাগম হওয়ার কথা থাকলেও সেই সংখ্যা ছাপিয়ে যাবে বলেই ধারণা উদ্যোক্তাদের। এই অনুষ্ঠানে রয়েছে পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক, রাখা হয়েছে মেডিক্যাল টিম। গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে ইতিমধ্যেই বিপুল মানুষ রওনা দিয়েছেন ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে। শীতের কুয়াশার সকালকে উপেক্ষা করেই বিভিন্ন জেলার মানুষজন ট্রেনে ও বাসে ব্রিগেডে এসে পৌঁছেছেন। লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হাওড়া স্টেশন থেকে মিছিল করে মানুষজন আসতে শুরু করেছেন ব্রিগেডে। নজরুলের গান আর শঙ্খধ্বনি দিয়ে শুরু হবে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান।

তাইওয়ানে তীব্র ভূমিকম্প, কম্পন-আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়লেন মানুষজন

তাইপেই, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): তাইওয়ানে রবিবার সকালে তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৬। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল তাইটুং কাউন্টিতে মাটির ১৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার গভীরে। তীব্র কম্পনের জেরে সাধারণ মানুষ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। তবে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই।
তাইওয়ানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার তাইওয়ানের পূর্ব উপকূলে ৪.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কুয়াশায় বাংলাদেশে ফেরি চলাচল বন্ধ; প্রাণ গেল দু''জনের, পঞ্চগড়ে প্রবল শীত

ঢাকা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ঘন কুয়াশার কারণে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে বাংলাদেশের রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। রবিবার ভোর চারটে থেকে নদীপথে কুয়াশার তীব্রতা বেড়ে গেলে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় ঘাট কর্তৃপক্ষ। কুয়াশার কারণে মাঝনদীতে ৬টি ফেরি আটকে পড়ে। ফেরি চলাচল বন্ধের বিষয়ে বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাটের সহকারী ব্যবস্থাপক আলীম দাইয়্যান বলেন, হঠাৎ মধ্যরাতের পর পদ্মা নদীতে কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যায়। এতে ফেরির মার্কিং বাতির আলো অস্পষ্ট হয়ে যায়। তাই নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে ভোর চারটে থেকে এ নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। কুয়াশা কেটে গেলে পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হবে।
এদিকে, কুয়াশা বাংলাদেশে প্রাণ কাড়ল দু''জনের। বরিশালের উজিরপুরের নতুন শিকারপুর এলাকায় বাস ও ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে দু''জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত সাতজন। রবিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- ট্রলিচালক সোহরাব কবিরাজ ও তার সহযোগী রুবেল হাওলাদার। স্থানীয়রা জানান, কুয়াশার কারণে সড়কে দৃশ্যমানতা খুবই কম ছিল। আর অবৈধ যানবাহন হিসেবে পরিচিত ট্রলিটি সড়কের মাঝ বরাবর দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে দুর্ঘটনার সময় বাসের গতিও বেশি ছিল। যার কারণে ট্রলির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর বাসটি সড়কের অপর পাশে গাছের ওপর আছড়ে পড়ে।
অন্যদিকে, দিন অতিবাহিত হচ্ছে। এদিকে ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে বাড়ছে শীতের অনুভূতি। সকাল সকাল সূর্য উঁকি দিলেও তাপমাত্রার পারদ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১ ডিগ্রির ঘরে। রবিবার ভোর ৬টায় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সকাল থেকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মোড়গুলিতে মানুষের উপস্থিতি অনেকটাই কম লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদিন সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ সূর্য্যের মুখ দেখা মিলেছে।

কুয়াশার দাপটে উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত, হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে ফেরি চলাচল বন্ধ

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): এই পর্বে শীত পড়েছে বটে, কিন্তু এমন কুয়াশা! না, আগে দেখা যায়নি। রবিবার কুয়াশায় মোড়া সারা বাংলা। কলকাতা থেকে জেলা-- সর্বত্র একই ছবি। শীতের কুয়াশা যেন শীতের আমেজ আরও বাড়িয়ে দেয়। তবে এর জেরে কোথাও ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। কোথাও সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষজন।
দৃশ্যমানতা তলানিতে ঠেকে যাওয়ায় কলকাতা বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা আংশিক ব্যাহত হয়েছে রবিবার। সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কোনও বিমান নামেনি। কয়েকটি বিমান উড়লেও, অধিকাংশই নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে ছেড়েছে। ঘন কুয়াশার কারণে কলকাতা বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারে নেমে যাওয়ায় এই বিপত্তি।
রবিবার ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকেছে হাওড়াও। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়। কুয়াশা এতটাই যে, ১৫-২০ মিটার দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সেই কারণে সকাল ৮টা থেকে ফেরি চলাচল শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, তা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতি। কুয়াশায় ঢেকেছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, হাওড়া ব্রিজ। ধীর গতিতে যান চলাচল করছে। রাস্তায় লোকজনের সংখ্যাও অন্য দিনের তুলনায় কম।

ঠান্ডা ও কুয়াশায় জেরবার দিল্লি, দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় বৃদ্ধি পাচ্ছে সমস্যা

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): হাড়কাঁপানো ঠান্ডার সঙ্গে দোসর হয়েছে ঘন কুয়াশা। গত কয়েক দিন ধরেই রাজধানীর সকাল ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে থাকছে। ফলে দৃশ্যমানতাও কোথাও কোথাও অনেকটাই নেমে যাচ্ছে। সড়ক এবং রেলপথ তো বটেই, উড়ান পরিষেবাতেও সমস্যা হচ্ছে। রবিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া ছিল রাজধানী দিল্লি। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন গাড়ির চালকরা।
শুধুমাত্র দিল্লিই নয়, রবিবার সকালের দিকে কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল উত্তর প্রদেশের মেরঠ, অসমের গুয়াহাটি, রাজস্থানের দৌসা, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা-সহ দেশের নানা প্রান্ত। কলকাতায় আবার ঘন কুয়াশার কারণে উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে এদিন সকালে। কনকনানি ঠান্ডায় এই মুহূর্তে জবুথবু দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। তার মধ্যে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর ভারতে আগামী কয়েক দিন কুয়াশার দাপট বাড়বে। সেই পূর্বাভাস অনুযায়ীই, গত দু'তিন দিন ধরে কুয়াশার দাপট অব্যাহত ছিলই। কুয়াশার দাপট দেখা গিয়েছে রবিবারও।

কাশ্মীরে আবারও সন্ত্রাসী হামলা, এবার বারামুল্লায় জঙ্গিদের গুলিতে খুন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী

শ্রীনগর, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরে আবারও হামলা চালাল জঙ্গিরা। এবার উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীকে গুলি করে খুন করল জঙ্গিরা। রবিবার বারামুল্লা জেলার শীরির গান্টমুল্লা এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। নিহত ওই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীর নাম-মহম্মদ শফি। তিনি মসজিদে আজান পাঠ করতে গিয়েছিলেন, সেই সময় জঙ্গিরা গুলি চালালে তাঁর মৃত্যু হয়। হামলার পরই জঙ্গিদের খোঁজে গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনী। নিহত অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের বয়স ৭২ বছর। স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে তাঁর। রবিবার সকালে মসজিদে আজান পাঠ করতে গিয়ে জঙ্গিদের গুলিতে তিনি প্রাণ হারালেন।

তাইওয়ানে তীব্র ভূমিকম্প, কম্পন-আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়লেন মানুষজন

তাইপেই, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): তাইওয়ানে রবিবার সকালে তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৬। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল তাইটুং কাউন্টিতে মাটির ১৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার গভীরে। তীব্র কম্পনের জেরে সাধারণ মানুষ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। তবে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই।
তাইওয়ানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার তাইওয়ানের পূর্ব উপকূলে ৪.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তাইওয়ানের গ্রামীণ এলাকায় হালকা কম্পন অনুভূত হয় বলে জানা গিয়েছে। রাজধানী তাইপেই-তে কম্পন টের পাওয়া যায়নি। এই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে উঠল 'গীতা'কে জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়ার দাবি

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): লক্ষ ন্ট্রে গীতাপাঠের মঞ্চ থেকে উঠল 'গীতা'কে জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়ার দাবি। রবিবার কলকাতার মর্যাদাপূর্ণ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হাজার হাজার সাধু-সন্তের গৈরিক সমাবেশে একাত্ম হয়ে ভগবদ্গীতা পাঠ করলেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের এক লাখেরও বেশি মানুষ। এদিনের মঞ্চ থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী ভগবতী মহারাজ ভগবদ্গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ করার দাবি জানান। এদিনের অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে তিনি বলেন,গীতা কোনও একটি ধর্ম বা কোনও একটি দেশের নয়, গীতা সার্বজনীন। বিশ্বজনীন। গীতা কোনও সাধারণ গ্রন্থ নয়। বিশ্বর যে প্রান্তের মানুষ মোহগ্রস্ত হয়েছেন, সংশয়ে পড়েছেন তাকে পথ দেখিয়েছে এই গীতা। গীতা বিশ্ব মানবের দর্শন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শুরু করে ঋষি অরবিন্দ, সকলেই সমাজ কল্যাণে গীতার শাশ্বতবাণী ছড়িয়েছেন সর্বত্র। গীতার বাণী পাথেয় করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছেন হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি বলেন, ভারতের সংবিধানও গীতাকে দিয়েছে যোগ্য সম্মান। যে গীতা কর্মযোগে মানুষকে কর্ম করার বার্তা দেয়, যে গীতা জ্ঞানযোগে মানুষকে মহাজ্ঞানী হওয়ার পথ দেখায়, ভক্তিযোগে ভগবানেলীন হওয়ার কথা বলে, যে গীতা সন্ন্যাসযোগে ভোগী মানুষকে ত্যাগী হওয়ার পথ দেখায়, যে গীতা মোক্ষযোগে দেবতার সঙ্গে লীন হওয়ার কথা বলে। সেই গীতার নৈতিক—আধ্যাত্মিক শিক্ষার অমৃত সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর জন্য তিনি গীতাকে স্কুলের পাঠ্য করার দাবি করেন। সেই সঙ্গে তিনি 'গীতা'কে জাতীয় গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়ার দাবি করেন। তিনি বলেন, ভারত সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন 'গীতা'কে জাতীয় গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করা হোক। সে সময় ব্রিগেড ময়দানে উপস্থিত সকলে ওম ধ্বনি দিয়ে মহারাজের এই দাবিকে সমর্থন করেন।
শুধু আজই নয়, এর আগেও একাধিকবার গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ ঘোষণা করার দাবি তুলেছে বিভিন্ন সংগঠন। এর আগে বহুবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গীতা'কে জাতীয় গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে এই গ্রন্থ পড়ানো বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়েছে এই সংগঠন। গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ ঘোষণা করার দাবি তুলে ছিলেন দেশের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী তথা প্রভাবশালী বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজও। এদিনের অনুষ্ঠানে সাধু-সন্তদের মুখে বার বার ফিরেছে গীতার মাহাত্ম্য।

লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' সকলের জন্য শান্তি নিয়ে আসুক : প্রধানমন্ত্রী মোদী

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): কথা দিয়েও, সেই কথা রাখতে পারেননি তিনি। শেষ মুহূর্তে বাতিল করতে হয়েছে ঘোষিত কর্মসূচি। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের' অনুষ্ঠানে আসতে না পারলেও বার্তা পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার রাতেই ব্রিগেডের কর্মসূচির জন্য আয়োজকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।
চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, "সনাতন সংস্কৃতি পরিষদ, মতিলাল ভারততীর্থ সেবা মিশন আশ্রম এবং অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদের উদ্যোগে কলকাতায় 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' কর্মসূচির যে আয়োজন করা হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এটাই আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য। একইসঙ্গে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও আমাদের শক্তি। সেই মহাভারতের সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, বর্তমান সময়েও গীতা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। গীতা জ্ঞানের ভান্ডার। জীবনের চালিকাশক্তি।'
প্রধানমন্ত্রী চিঠিতে আরও জানান, 'ভারতের সংস্কৃতি অনুযায়ী জীবনযাপনের এবং অগ্রগতির বহু পরস্পর সংযুক্ত পথ দেখায় গীতা। আমি নিশ্চিত, একসঙ্গে এত মানুষের কণ্ঠে গীতাপাঠ আমাদের সামাজিক সম্প্রীতিকেই আরও জোরদার করবে। দেশের উন্নয়ন-যাত্রার ক্ষেত্রেও যা আবশ্যক। উন্নত, শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার জন্য ২০৪৭ সাল পর্যন্ত সুযোগ আছে। 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' সকলের জন্য শান্তি নিয়ে আসুক। আয়োজকদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"

শীতেও বৃষ্টির ভ্রুকুটি! সঙ্গে কুয়াশার দাপট, বঙ্গে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতের একটা লম্বা ইনিংসের পর তাপমাত্রা বাড়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমানে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবেশ করছে রাজ্যে। তার জেরেই উধাও হচ্ছে ঠান্ডা। তার জেরেই বাড়তে চলেছে তাপমাত্রা। রবিবাসরীয় কলকাতায় অনেকটাই বেড়েছে তাপমাত্রার পারদ, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।
হালকা ঠান্ডা অনুভূত হলেও, রবিবার তুলনামূলকভাবে শীত অনেকটাই কমেছে দক্ষিণবঙ্গের। কলকাতা লাগোয়া জেলাগুলিতেও শীত কিছুটা কমেছে, তবে, রবিবার ভোরের দিকে ঘন কুয়াশার দাপট দেখা গিয়েছে। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়। আবহবিদরা জানিয়েছেন, পশ্চিমের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গের অন্যান্য জেলায় মেঘলা আকাশের পরিস্থিতি থাকবে। ২৪ থেকে ২৯ তারিখে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে।

সুরাটে একাধিক যানবাহনে ধাক্কা মারল একটি বাস; মৃত্যু একজনের, আহত কমপক্ষে ৮

সুরাট, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): গুজরাটের সুরাটে একাধিক যানবাহনে ধাক্কা মারল একটি বাস। এরপর দু''টি বাসের মাঝে আটকে পড়ে চারটি গাড়ি। শনিবার রাতের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৪৮ বছর বয়সী একজন ব্যক্তির, এছাড়াও কমপক্ষে ৮ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। সুরাট পুলিশের ডিসিপি পিনাকিন পারমার বলেছেন, 'চালককে (দ্বিতীয় বিআরটিএস বাসের) আটক করা হয়েছে এবং আহত ব্যক্তিদের নিকটবর্তী দু''টি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একজনের মৃত্যু হয়েছে। বাসগুলি সড়ক থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর, যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।'
ডিসিপি আরও বলেছেন, একটি বাসের পিছনে চারটি দুই চাকার গাড়ি চলছিল, সেই বাসটি আচমকাই ব্রেক প্রয়োগ করে। পিছনে ছিল আরেকটি বিআরটিএস বাস, সেই বাসটি সামনে থাকা দুই চাকার আরোহীদের ধাক্কা দেয়।' সুরাট পৌর নিগমের কমিশনার শালিনী আগরওয়াল বলেছেন, 'মোট ৯ জন আহত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

সব সময় এগিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাস রাখুন, সমালোচনা উপেক্ষা করুন : উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : সবসময় এগিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাস রাখুন, সমালোচনা উপেক্ষা করুন, ২০২৩ ব্যাচের আইএসএস পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রবিবার একথা বলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।
রবিবার উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষেবা (আইএসএস)-র আধিকারিকদের দায়িত্ব পালনের পথে সততার সঙ্গে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, অনেক ধরণের চাপের মুখোমুখি হতে হবে কিন্তু ভারত মাতার সেবা করার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। উপরাষ্ট্রপতি রবিবার তাঁর বাসভবনে ২০২৩ ব্যাচের আইএসএস পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। ধনখড় তাঁদের বলেন, কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি নিজেও এর শিকার হয়েছেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদে থেকেও তিনি রেহাই পাচ্ছেন না। তা সত্ত্বেও তিনি সবসময় এগিয়ে যেতে বিশ্বাসী।
ধনখড় বলেন, একজন ভুক্তভোগী জানে কিভাবে ভেতর থেকে সহ্য করতে হয়, সবকিছুর মুখোমুখি হতে হয়, সমস্ত অপমান সহ্য করতে হয়, আমরা আমাদের ভারত মাতার সেবায় নিয়োজিত। তাই সব ভুলে এগিয়ে যেতে হবে।
উপ—রাষ্ট্রপতি পরীক্ষার্থীদের তাঁদের কৃতিত্বের জন্য গর্বিত হতে বলেছেন। তিনি বলেন, বিশ্ব আমাদের প্রশংসা করছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞতাবশত, আমাদের নিচে নামাতে চায়। এটা নিয়ে কখনো চিন্তা করবেন না।

বহুদিন পর রাজনীতির

● প্রথম পাতার পর

বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি।
আগর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। সাথে ছিলেন কদমতলা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রনয় দাস, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব,পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষন দাস সহ অন্যান্যরা।

রাবার বাগানে ঝুলন্ত

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয়রা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর দিয়েছেন পরিবারের লোকদের এবং বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে। ঘটনার খবর পেয়ে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে ময়নাতদন্তের জন্য। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ বেরিয়ে আসবে।

বড়দিন উপলক্ষে

● প্রথম পাতার পর

যীশুর জন্মোৎসব। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষ এই উৎসবে সমবেত অংশ নেন। প্রভু যীশুর বিশ্ব শান্তির বার্তা আজও এই পৃথিবীতে আমাদের কাছে চিরন্তন ও প্রাসঙ্গিক। পারস্পরিক সম্প্রীতির আদান প্রদান ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা নিয়ে আসে পবিত্র বড়দিন। বড়দিনের পবিত্রতা গ্লানি ও বিভেদকে মুছে দিয়ে মানবিকতায় সমৃদ্ধ করে তুলুক। সকলের সুস্থতা, সুখ সমৃদ্ধি ও উন্নততর শ্রেষ্ঠ রাজ্য গড়ে তোলাই হোক বড়দিনের প্রার্থনা।"

জলের পাইপলাইনের

● প্রথম পাতার পর

দিনেও যেসকল কাজ করেছেন তা সম্পূর্ন নিম্নমানের। স্বচ্ছতার সহিত কাজের গুনগতমান বজায় রেখে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠতদন্তে ও লাউগাং এলাকাবাসীর সুবির্ধাথে কাজের গুনগতমান বজায় রাখতে প্রশাসন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

ইতিহাস গড়ে অস্ট্রেলিয়াকে

● প্রথম পাতার পর

২৬১ রানে অল আউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ৫ উইকেটে ২৩৩ রান। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে স্নেহ ৪টি এবং রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় ও হরমনপ্রীত কৌর ২টি করে উইকেট নেন। ১৮.৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ভারত। মান্ধানা ৩৮ ও জেমাইমা ১২ রান করে অপরাজিত থাকেন।

বাংলাদেশী নাগরিক

● প্রথম পাতার পর

সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ২টি ভাড়া বাড়ি থেকে আটক করেছে।
তাদের থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। ত্রিপুরার সীমান্ত ব্যবহার করেই তারা রাজ্যে প্রবেশ করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার সেকেন্ড অফিসার নন্দন বৈদ্য জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের উপর নজর ছিল পুলিশের। তাদের মধ্যে বাংলা ও হিন্দিভাষী উভয়েই রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিহার রাজ্যের রয়েছেন, কিন্তু বেশ কয়েকজন বাংলাদেশের নাগরিকও থাকতে পারেন বলে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন তিনি। ভারতে প্রবেশের জন্য উপযুক্ত পাসপোর্ট ভিসা না থাকলে আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

হাসপাতালকে

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক রাণা বলবীর জংকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সচিব ড় সন্দীপ আর রাঠোর, ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিপুরা শাখার সম্পাদক ডা. সজল নাথ, অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. সমীর রঞ্জন দত্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন কুমার দাস এবং মেডিকেল এডুকেশনের অধিকর্তা ডা. এইচ পি শর্মা উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপঅধিকর্তা (ডেন্টাল) ডা. রাজেশ অনিল আচার্য। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির সম্পাদক ডা. সুজিত কুমার রায়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন।
অনুষ্ঠানে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ন্যাশনাল ওরাল হেলথ প্রোগ্রামে ত্রিপুরার ডেন্টাল সার্জনদের দুদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসূচি সমূহ এবং আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। জাতীয় দন্ত চিকিৎসক দিবস উদযাপন ও ২২তম বার্ষিক দন্ত সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই প্রদর্শনী স্টলগুলি পরিদর্শন করেন।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রীতি ক্রিকেটে জয়ী আগরতলা প্রেসক্লাব অভিষেক ম্যাচে দারুন খেলেছে লংতরাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। প্রীতি ক্রিকেটে অভিষেক ঘটেছে টিম লংতরাই-এর। প্রথম ম্যাচেই দারুন লড়েছে লংতরাই গুঁড়ো মশলা ইন্ডাস্ট্রির ক্রিকেটার স্টাফেরা। অপরদিকে মরশুমের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। নিয়মিত প্রীতি ক্রিকেটে লেগে থাকা সাংবাদিক ক্রিকেটারদের নিয়ে সমৃদ্ধ আগরতলা প্রেসক্লাবের ক্রিকেট টিম আজ, রবিবার ৩ উইকেটের ব্যবধানে লংতরাই গুঁড়ো মশলা ইন্ডাস্ট্রি টীমকে হারিয়েছে। পেশাগত প্রচন্ড কর্মব্যস্ততার মাঝে ছুটির দিনে সবুজায়ন পরিবেশে রাণির বাজার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে আগরতলা প্রেসক্লাব জয় লাভ করেছে। জয় পরাজয় নিছক কাগজে-কলমে। প্রকৃত পক্ষে বিনোদনমূলক একদিনের খেলাধুলা এবং মত বিনিময় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়। টসে জিতে প্রেসক্লাব প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে লংতরাই টিমকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা টি-টোয়েন্টি আদলে ১৩৯ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেয়। জবাবে প্রেসক্লাব সাত উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দুর্দান্ত বোলিং ও ব্যাটিংয়ের সুবাদে বিশ্বজিৎ দেবনাথ ম্যান অব দ্যা ম্যাচ-এর পুরস্কার পান। লংতরাই-এর পক্ষে ব্যাটিং-এ অভিষেক গোস্বামী এবং বোলিংয়ে রুপেশ ভৌমিক পুরো দলকে নিয়ে লড়াকু মেজাজে খেললেও টিম প্রেসক্লাবের বিশ্বজিতের পাশাপাশি অধিনায়ক অভিষেক দে, সুব্রত দেবনাথ, প্রসেনজিৎ সাহা, মিল্টন ধর, অনির্বাণ দেব, সহ অধিনায়ক সুমন ঘোষ, সিশান চক্রবর্তী, সন্তোষ গোপ, অভিষেক দেববর্মা, জাকির হোসেন, কৃশানু দেববর্মা, বিষ্ণুপদ বণিক, অঞ্জন দেব, অরিন্দম চক্রবর্তীর সম্মিলিত পারফরম্যান্সের কাছে টিম লংতরাইকে হার মানতে হয়েছে। প্রেসক্লাব টিমের জাকির হোসেন তিনটি, অভিষেক দে, প্রসেনজিৎ সাহা ও বিশ্বজিৎ দেবনাথ দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। বিশ্বজিতের ৪০ রান, অনির্বাণ দেবের অপরাজিত ৩৫ রানের পাশাপাশি সুব্রত দেবনাথের ২৫ রান এবং অভিষেক দে-র অপরাজিত ১৪ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে লংতরাই গুঁড়ো মশলা ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার রতন দেবনাথ, রানীর বাজার প্লে সেন্টার ফোরামের কোষাধ্যক্ষ মঈন উদ্দিন এবং প্রেসক্লাবের ক্রিকেট টিম ম্যানেজার তথা সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রেসক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি তথা টিম ক্যাপ্টেন অভিষেক দে এ ধরনের প্রীতি ম্যাচ আয়োজনে লংতরাই গুঁড়ো মশলা ইন্ডাস্ট্রির প্রোপ্রাইটর এবং দুই দলের প্রত্যেক সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। ম্যাচ শুরুতে জিরানিয়া ক্রিকেটে এসোসিয়েশনের সম্পাদক গৌতম মজুমদার মাঠে উপস্থিত ছিলেন এবং দু দলের খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হন। উল্লেখ্য, আয়োজক লংতরাই ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার তথা টিম ক্যাপ্টেন রতন দেবনাথ এবং প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনেও এই ম্যাচ জারি থাকবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় এএমসি-র কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। প্রত্যাশিত ভাবেই কর্পোরেট ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করলো এ এমসির পি ডাব্লিউ ডি ইউনিট। রানার্স নর্থ জোন। নিউজ প্রাইম ত্রিপুরার উদ্যোগ্যে পরিচালিত দুদিন ব্যাপী কর্পোরেট ক্রিকেটে সেরা হলো পি ডাব্লিউ ডি সেকশন। রবিবার বিটি কলেজ মাঠে ফাইনাল ম্যাচে নর্থ জোন মুখোমুখি হয় পি ডাব্লিউ ডি সেকশনের। টস জিতে নর্থ জোন প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে পিডাব্লিউডি ইউনিট ১০ ওভারে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৯৫ রান। এর মধ্যে কালা মিয়া সর্বাধিক ৩৬ রান করে। অপরদিকে নিয্য কর্মকার, শুভরাজ, আনোয়ার,অসিতরা যোগ্য ব্যাটিং করে। সুবাদে এই স্কোর দাঁড়ায় পি ডাব্লিউ ডি ইউনিটের। টান টান উত্তেজনা পূর্ন ম্যাচে জিততে হলে নর্থ জোনের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৯৬ রানের। যাকে তাড়া করতে নর্থ জোন শিবির শুরু থেকেই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। স্পস্ট করে বলা ভালো, পি ডাব্লিউ ডি ইউনিটের বিষাক্ত বোলিংয়ের সামনে রীতিমতো আত্মসমর্পন করতে থাকে নর্থ জোন শিবির। নির্ধারিত ১০ ওভারে শেষ পর্যন্ত নর্থ জোনের রান দাঁড়ায় ৮৬ রানে। বল হাতে পি ডাব্লিউডির পক্ষে প্রদীপ দুর্দান্ত বোলিং করেন। ২ ওভারে ১৩ রান খরচ করে ৩ টি উইকেট দখল করেন প্রদীপ। বাকি বোলাররা ও যোগ্য সঙ্গ দেয়। সুবাদে ৯ রানের ব্যবধানে দারুন ভাবে ম্যাচে জয় হাসিল করে নিলো পি ডাব্লিউ ডি ইউনিট। ফাইনাল ম্যাচে বিশিষ্ঠদের মধ্যে মাঠে উপস্থিত ছিলেন এলাকার কর্পোরেটর লতা নাথ, স্যানদন পত্রিকার এমডি অভিষেক দে, বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ ও খুদে দাবাড়ু অর্শিয়া দাস। তাদের পুষ্প স্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নিলেন নিউজ প্রাইম ত্রিপুরার পক্ষে অনির্বাণ দেব। ফাইনাল ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন অতিথিরা। ফাইনাল ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হলেন কালা মিয়া। সেরা বোলার প্রদীপ।দুজনেই পিডাব্লিউ ডি ইউনিটের। টুর্নামেন্টের সেরা ফিল্ডার হলেন শংকর ধানুক ইস্ট জোনের। সেরা ব্যাটসম্যান হলেন নর্থ জোনের ভাস্কর। টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার হলেন আনোয়ার হোসেন। স্পোর্টিং স্পিরিট অব দ্য প্লেয়ার পেলেন নর্থ জোনের ক্রিকেটার রুস্তম। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই বিটি কলেজ মাঠে সম্পন্ন হলো নিউজ প্রাইম ত্রিপুরার এই কর্পোরেট ক্রিকেট আসর। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি স্পন্সর করলো রাজ্যের অন্যতম প্রভাতী দৈনিক স্যানদন পত্রিকা। আর রানার্স আপ স্পন্সর করলো ত্রিপুরা এক্সপ্রেস। উদ্বোধনে মাঠে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার তিমির চন্দ। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ঠ ক্রীড়া সাংবাদিক সরজু চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন এলাকার কাউন্সিলার ও অর্শিয়া দাস ও।

‘খেলাধুলায় যুব শক্তির বিকাশ ঘটবেই’ ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শ্যাম হরি শর্মা স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল টুর্নামেন্ট আজ, রবিবার থেকে শুরু হয়েছে। বিজেপি ত্রিপুরা স্পোর্টস সেল এবং বদদোয়ালীস্থিত যুবক সংঘের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দিবা-রাত্রীর এই দুই দিনব্যাপী টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ হবে আগামীকাল। বড়দোয়ালীস্থিত যুবক সংঘের মাঠে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলকে প্রাইজমানি কুড়ি হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দলকে দশ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য ট্রফি প্রদান করা হবে। প্রাইজমানি ও ট্রফি রয়েছে সেরা খেলোয়াড়দের জন্যও। বিকেল চারটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড় মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খেলাধুলায় নিঃসন্দেহে যুব শক্তির বিকাশ ঘটবেই। উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী একথা বলে এ ধরনের আয়োজনে উদ্যোক্তাদের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্পোরেটর অভিজিৎ মৌলিক, বিজেপি স্পোর্টস সেলের কনভেনার স্বপন সাহা, সদর আরবান প্রেসিডেন্ট অসীম ভট্টাচার্য, কনভেনার বিমান দেব, টাউন বড়দোয়ালী মন্ডল প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আগামীকাল বিকেলে ফাইনাল ম্যাচের শেষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে এডি নগরের অরবিন্দ সংঘ প্রতিপক্ষ বেরীমুড়া দলকে হারিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে উন্নীত হয়েছে। খবর লেখাকালীন সময়ে ত্রিপুরা পুলিশ এবং এডিসি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলছে।

প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে ১৩ টি দল অংশগ্রহণ করেছে।

কলকাতার জাতীয় যোগাসনে অংশ নিতে রাজ্যদলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর। রওয়ানা হলো ত্রিপুরা দল। কলকাতার দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে ৪২ তম জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতা। তাতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উপলক্ষে ত্রিপুরা যোগা আসোসিয়েশন এর ৪৭ সদস্যের দল রবিবার সকালের ট্রেণে রওয়ানা হয়েছে। আগরতলা রেল স্টেশন এ প্লেয়ারদের উৎসাহিত করতে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলারির কর্ণধার অর্পিতা সাহা উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজ্য দলের খেলোযাড়দের হাতে জল খাবার তুলে দেন ও অগ্রিম শুভেচ্ছা জানান। রেলস্টেশনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন এর সচিব দিব্যেন্দু দত্ত এবং অন্যাণ্য সদস্যরাও। গেলোবছর পুদুচেরীতে অনুষ্ঠিত ৪১ তম আসরে ত্রিপুরা দলগতভাবে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিলো। এবার দেশের সেরা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে রওয়ানা হলেন খেলোয়াড়দের। যোগারুদের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এবারও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। আসরে অংশ নেওয়ার আগে রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে ৭ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এবং রাজ্য দলকে ১ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিলো। ত্রিপুরা দলের কোচ নিরঞ্জন ভট্টাচার্য আসরে সাফল্য পাওয়া নিয়ে আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন, এবারও বেশ কয়েকটি পদক আসবে রাজ্যে।

হরিয়ানায় জাতীয় উন্মুক্ত গ্র্যাপলিং প্রতিযোগিতার জন্য রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। হরিয়ানার সোনিপতে অনুষ্ঠিত হবে চতুর্থ জাতীয় উন্মুক্ত গ্র্যাপলিং প্রতিযোগিতা। ২৮-৩১ ডিসেম্বর হবে আসর। তাতে অংশ নেবে ত্রিপুরা। সেই লক্ষ্যে ১০ সদস্যের ত্রিপুরা দল গঠন করা হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর আসরে অংশ নিতে ট্রেণে রওয়ানা হবে রাজ্যদল। ত্রিপুরা দলের কোচ উত্তম আচার্য এখবর জানান। তিনি আশা করেন,'আসরে ভালো ফলাফল করবে ত্রিপুরা। সেই লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে প্রস্তুতি'। ত্রিপুরা দল: স্বমাই দেববর্মা, আশিষ দেববর্মা, জিৎ দেববর্মা, হিমু পাল, প্রবীর দেববর্মা, মিঠুন দে, রোজেমি মলশুম, প্রীয়াঙ্কা দেববর্মা, প্রীয়া দেবনাথ এবং কবিতা কলই। কোচ: উত্তম আচার্য, ম্যানেজার: প্রতীমা আচার্য।

শান্তির বাজারে অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ান কসমোপলিটান ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ২৪ ডিসেম্বর।। শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত মহকুমা ভিত্তিক অনূর্ধ - ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হল বাইখোড়ার কসমোপলিটান ক্লাব। রবিবার জোলাইবাড়ি মাঠে আসরের ফাইনাল ম্যাচে দু- দলের রান সমান হওয়ায় টসে ফয়সালা হয় ম্যাচের। টসে জিতে প্রথমে কসমোপলিটান ক্লাবকে ব্যাট করতে পাঠায় মুহুরীপুর জনকল্যাণ সমিতি।প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২১.২ ওভারে ৫৫ রানে অলআউট হয়ে যায় কসমোপলিটান। দলের পক্ষে সায়ন মুহুরী সর্বোচ্চ ২০ রান করে। মুহুরীপুর জনকল্যাণ সমিতির অনিক চক্রবর্তী ৪ উইকেট এবং অরবিন্দ যোগী ও সৌরভ দেবনাথ ২ টি করে উইকেট দখল করে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সনাতনী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ধর্মনগরে তৈরি হচ্ছে গুরুকুল, প্রয়োজন সরকারি সাহায্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ ডিসেম্বর ।। ধর্মনগর মহাকুমাধীন বাগবাসা বিধানসভা এলাকায় বালুছড়া এডিসি ভিলেজ সংলগ্ন এলাকায় সম্পূর্ণ নিজের আদলে গড়ে উঠছে ছেলেদের জন্য গুরুকুল। শহর থেকে দূরে অর্থাৎ যেখানে হৈচৈ হট্টগোল এইসবের কোন প্রভাব থাকবে না গাড়ির আওয়াজ পরিবেশকে ব্যতিব্যস্ত করবে না এমন একটা নির্জন পরিবেশে গড়ে উঠছে ছেলেদের জন্য গুরুকুল।

ভারতীয় বিদ্যাভারতীর সিস্টেমে পরিচালিত এই গুরুকুল শিক্ষাপদ্ধতি। বলা যায় শনিছড়া নদীয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান রানা সিনহার একান্ত প্রয়াসে এই ছেলেদের গুরুকুল গড়ে তোলার আয়োজন। ইতিমধ্যে মেয়েদের জন্য এই শনি ছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি গুরুকুল রয়েছে। সেই সনাতনী ভারতের আদি শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে এখন শহর থেকে কিছুটা দূরে, জনজীবন থেকে খানিক বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠছে ছেলেদের জন্য এই গুরুকুল। প্রায় সাড়ে নয় কানি জায়গা বন্দোবস্ত করা হয়েছে এই গুরুকুল আশ্রমের জন্য। এখনো বলা যায় গভীর জঙ্গল যাতায়াতের রাস্তার সঠিকভাবে তৈরি হয়নি। উঁচু-নিচু পাহাড়ে উপত্যকা তারই মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারাকে কাজে লাগিয়ে রাস্তা বানানোর কাজ এবং মাটি কেটে সমান করে গুরুকুল আশ্রম গঠনের কাজ চলছে। সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে শুধুমাত্র এই রানা সিনহা এবং কিছু সংখ্যক দানের উপর ভিত্তি করে। সবাই তাকিয়ে আছে অন্য কিছু হোক না হোক অন্ততপক্ষে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যদি রাস্তাটি গড়ে দেওয়া হয় তাহলে গুরুকুল নির্মাণের ক্ষেত্রে আর কোনো অন্তরায় থাকবে না। স্বশাসিত জেলা পরিষদের আওতাধীন হওয়ায় রাজ্য সরকারের তেমন একটা নজর পড়ছে না এই রাস্তাটি নির্মাণের ক্ষেত্রে।

কিন্তু স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় যেভাবে উন্নয়নের কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে সেখানে রাজ্য সরকারের একান্ত প্রয়াস না থাকলে এই রাস্তার কাজ কখনো সম্ভব হবে না। কারণ একদিকে গুরুকুল আশ্রম বানানোর ক্ষেত্রে প্রচুর খরচ রয়েছে, জায়গা ক্রয় করা হয়েছে। এখন রাস্তা বানানোর চাপ এই আশ্রম কর্তৃপক্ষের উপর থাকলে আগামী ১৫ বছরের এই আশ্রম তৈরি করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু এই আশ্রমটি তৈরি হলে ভারতীয় বৈদিক ও সনাতনী শিক্ষার একটি মহান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পর্যবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতীয় বৈদিক ও সনাতনী শিক্ষা সংস্কৃতির দিকে তাকিয়ে সারা বিশ্ব। ভারতের বেশকিছু জায়গায় বৈদিক ও সনাতনী শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার ঘটলেও উত্তর পূর্বাঞ্চলে এর প্রসার প্রায় ঘটেনি বলা যায়। কারণ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের পাশ্চাত্যের শিক্ষা নীতি চরণ ধরন এই ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

তাই সার্বিকভাবে চিন্তা করলে ভারতের বৈদিক সনাতনী শিক্ষা সংস্কৃতি এবং ঐক্যকে ধরে রাখতে হলে এই ধরনের গুরুকুল জাতীয় আশ্রমের একান্ত প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে এই গুরুকুল নির্মাণের প্রয়াস এক নতুন গতি পাবে।

রবিবার আপনজন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

৮ কেজি গাঁজা সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ ডিসেম্বর ।। ধর্মনগর আইএসবিটি থেকে নেশাসামগ্রী সহ এক পাচারকারিকে আটক করা হয়েছে আজ। ধর্মনগর থেকে শিলচর যাওয়ার বাসে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজাসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এদিন।

রেল লাইন, মালবাহী গাড়ির পাশাপাশি এখন সাধারণ যাত্রীবাহী বাসে রাজ্য থেকে গাঁজা পাচারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে একটি চক্র। উত্তর জেলা পুলিশের কাছে গোপন খবর ছিল যে আইএসবিটিতে যাত্রীবাহী বাসে গাঁজা পাচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে একটি চক্র।

সেই তথ্য অনুযায়ী ধর্মনগর থানার পুলিশ রবিবার সকালে আইএসবিটি থেকে যেসব বাস শিলচরের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে সেগুলিতে তল্লাশি চালিয়েছে। তল্লাশিতে প্রথমে জীবনচন্দ্র দেবনাথ(২৭) নামে এক যুবককে সন্দেহ করেছে। তার বাড়ি ইন্দুরিয়া, সোনামুড়া থানা এলাকায়।

তার কাছে তল্লাশিতে ৮ কেজি গাজা উদ্ধার হয়েছে এদিন। সন্দেহ করা হচ্ছে তার কাছে মাত্র ৮ কেজি থাকলেও অন্য কোন পথে বেশি পরিমাণ গাঁজা পাচারের প্রচেষ্টা রয়েছে এই চক্রটির। ধারণা করা হচ্ছে জীবনচন্দ্র দেবনাথকে সঠিক জিজ্ঞাসাবাদে আরো অনেক গোপনীয় তথ্য বেরিয়ে আসবে। আপাতত জীবন চন্দ্র দেবনাথকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

কাঞ্চনপুরে ব্রীজের যন্ত্রাংশ চুরি কান্ডে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৪ ডিসেম্বর ।। ব্রীজের যন্ত্রাংশ চুরি কান্ডে পুলিশ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে । কাঞ্চনপুর থেকে দশদা যাওয়ার রাস্তায় শুকনাছড়া বাজারের পাশে পাকা ব্রিজ তৈরি করার জন্য পুরানো ব্রিজ ভেঙ্গে সাময়িক সময়ের জন্য একটি ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। সেখান থেকে পুরনো ব্রীজের যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা।

ব্রীজের ঠিকাদার জানতে পারেন যে, গত ২০ ডিসেম্বর টিআর ০৫ এস ১৮০৮ নম্বরের একটি বোলেরো গাড়ি করে ব্রীজের যন্ত্রাংশগুলো বিক্রি করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ ডিসেম্বর পূত দপ্তরের এস,ডি,ও ক্ষিরোদ দেববর্মা কাঞ্চনপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আই ও নরেন্দ্র রিয়াং সাব ইন্সপেক্টর তিন ব্যক্তিকে এই অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। এদের বিরুদ্ধে পুলিশ একটি মামলা নিয়েছে। ধৃতরা বীরেন্দ্র নাথ(৩৯) ড্রাইভার ,উজ্জল মাহিষ্য দাস(২০) এবং সরজিৎ দেবনাথ(৪২)। আজ কাঞ্চনপুর মহকুমা আদালতে ধৃতদের সোপর্দ করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা অধীর সাহার বাড়িতে গেলেন পিসিসি সভাপতি আশীষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,২৪ ডিসেম্বর ।। বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রয়াত কংগ্রেস নেতা অধীর সাহার বাড়িতে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। সেখানে উনার পরিবার পরিজনদের সাথে দেখা করে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন তিনি। পাশাপাশি ঐ এলাকার দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ প্রবীণ নাগরিক কেশব চন্দ্র সিংহের শারীরিক খোঁজ খবর নেন এবং উনার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন।

পরবর্তী সময়ে এলাকার প্রবীণ কংগ্রেস সমর্থক সুধীর সূত্রধরের বাড়িতে গিয়ে উনার শারীরিক খোঁজ খবর নিয়েছেন তিনি। উনার সাথে ছিলেন ব্লক সভাপতি স্বরূপানন্দ দাস, কংগ্রেস নেতা সুমন ঘোষ, যুব ব্লক সভাপতি বিপ্লব বিশ্বাস সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্বগণ।

ফের প্রেসক্লাবে চুরি, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর: রবিবার সকালে আবারও আগরতলা প্রেসক্লাবে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাবের এক কর্মী ওই চোরকে আটক করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ধৃত চোরকে আটক করে নিয়ে গেছে। জলের কল, এসি মেশিনের তার সহ যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে। প্রেসক্লাবের মতো প্রতিষ্ঠানে আবারও চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার তদন্ত করে দোষীকে শাস্তির দাবী জানানো হয়েছে।

আবাসনে এক যুবককে খুনের অভিযোগ ঘটনায় চাঞ্চল্য, অভিযুক্তরা পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বরঃ রাধানগর ২ নং আবাসনে এক যুবককে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে আবাসনের অপর এক পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি পলাতক। ঘটনাস্থলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কোনো এক বিষয় নিয়ে দেবব্রত চক্রবর্তী এবং প্রভাত ধরের মধ্যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে গতকাল ঝামেলা হয়েছে বলে এলাকা সূত্রে জানা গেছে। তবে আজ সকালে আবাসনের দ্বিতীয় তলায় দেবব্রত চক্রবর্তীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তার সারা শরীরে আঘাতের ও রক্তের চিহ্ন রয়েছে। আবাসনের অন্যান্যরা আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তবে তার শেষ রক্ষা হয়নি। আজ সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে দেবব্রত চক্রবর্তীর। গতকালের ঘটনার রেশ ধরেই দেবব্রতকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একই আবাসনের এক পরিবারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছেন অন্যান্যরা। প্রভাত ধর, তার স্ত্রী সরস্বতী ধর, ছেলে লোকনাথ ধরের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসীরা অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

দ্রুতগামী মারুতি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ ডিসেম্বরঃ আজ সকালে দ্রুতগামী মারুতি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন গোপাল দত্ত নামে এক বৃদ্ধ। আহত ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ সকালে গোপাল দত্ত চড়িলাম বাজার থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তখনই একটি মারুতি গাড়ি গোপাল দত্তকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন ষাটোর্ধ ওই ব্যক্তি। যদিও ঘাতক গাড়িটি পালিয়ে যেতে চাইলেও স্থানীয়রা ওই গাড়িটিকে আটক করেছে। এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করেছে কর্তব্যরত চিকিৎসক। যদিও আহত ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক তাঁকে হাপানিয়ে থেকে জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আহত গোপাল দত্তের পায়ের হাড় ভেঙেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। পাশাপাশি তাঁর মাথায় ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। ঘাতক গাড়িটি বিশালগড় থানার হেফাজতে রয়েছে।

নাগরাকাটা : জরুরিকালীন ব্রেক কষে হাতির জীবন রক্ষা করলেন দুই ট্রেনচালক

নাগরাকাটা, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়িতে জরুরিকালীন ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে হাতির জীবন রক্ষা করলেন দুই চালক। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝে চাপরামারির জঙ্গলে। সেই সময় ওই রুটে শিলিগুড়ি জংশন থেকে ধুবুড়িগামী আপ ডিএমইউ নামে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন যাচ্ছিল। দূর থেকে হাতিটিকে রেললাইনের ওপর দেখতে পেয়েই ইউ কে রাম ও সি কে মিশ্র নামে দুই চালক জরুরিকালীন ব্রেক কষেন। বুনোটি লাইন পেরিয়ে এক পাশের জঙ্গলে ঢোকার পরই ট্রেন গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। এর আগে গত ২২ নভেম্বর রাতে একই কায়দায় শিলিগুড়ি জংশনগামী আপ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের দুই চালকও গুলমা ও সেবক স্টেশনের মাঝে ব্রেক কষে একটি হাতির জীবন রক্ষা করেছিলেন। রেল সূত্রে খবর, গত ২৫ সেপ্টেম্বর রাতেও সেবকের টানেলের সামনে রেল ট্র্যাকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটি দাঁতালকে নিরাপদে পার হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন চালকরাও।

ডাঃ অচিন্ত্য কুমার পালের উদ্যোগে মুহুরীপুরে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ ডিসেম্বর: নিজের গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে রবিবার গ্রামের বাসিন্দা ডা: অচিন্ত্য কুমার পালের উদ্যোগে মুহুরীপুর রাধা গোবিন্দ আশ্রমে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে বিভিন্ন বিষয়ে মেডিসিন, অস্থি, শল্য, চক্ষু, স্ত্রীরোগ, শিশু বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রসনজিৎ দাস, ডাইবেটিস বিশেষজ্ঞ ডঃ শান্তনু দাস সহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও এদিন স্বাস্থ্য শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেছেন।

পাশাপাশি গ্রামীন মানুষের সাধ্যের বাইরে থাকা ফেবুস্ক্যান সমেত বিভিন্ন পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা এবং ২০ জন রোগীকে আল্টাসোনগ্রাফি করানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে এদিন বিনামূল্যে।

২ বছর ধরে নিজের গ্রাম মুহুরীপুরের মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে স্বাস্থ্য শিবির করার উদ্যোগ নিচ্ছেন তিনি।

সকলের সহযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর স্বাস্থ্য শিবির করতে চান বলে জানিয়েছেন ডাঃ অচিন্ত্য কুমার পাল।

আজকের এই স্বাস্থ্য শিবিরে ১২০০ জন লোক চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেছে। ডাঃ অচিন্ত্য পালের এইধরনের উদ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

সব সময় এগিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাস রাখুন সমালোচনা উপেক্ষা করুন : উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : সবসময় এগিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাস রাখুন, সমালোচনা উপেক্ষা করুন, ২০২৩ ব্যাচের আইএসএস পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রবিবার একথা বলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। রবিবার উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষেবা (আইএসএস)-র আধিকারিকদের দায়িত্ব পালনের পথে সততার সঙ্গে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, অনেক ধরণের চাপের মুখোমুখি হতে হবে কিন্তু ভারত মাতার সেবা করার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। উপরাষ্ট্রপতি রবিবার তাঁর বাসভবনে ২০২৩ ব্যাচের আইএসএস পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। ধনখড় তাঁদের বলেন, কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি নিজেও এর শিকার হয়েছেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদে থেকেও তিনি রেহাই পাচ্ছেন না। তা সত্ত্বেও তিনি সবসময় এগিয়ে যেতে বিশ্বাসী।

ধনখড় বলেন, একজন ভুক্তভোগী জানে কিভাবে ভেতর থেকে সহ্য করতে হয়, সবকিছুর মুখোমুখি হতে হয়, সমস্ত অপমান সহ্য করতে হয়, আমরা আমাদের ভারত মাতার সেবায় নিয়োজিত।

রবিবার ভারতীয় মজদুর সংঘের তৃতীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজিত হয়।

রবিবার অল ত্রিপুরা ডায়বেটিক ফোরমের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

শ্যামহরি শর্মা স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

খেলাধুলা সৌভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর : খেলাধুলা জীবন গড়ে। খেলাধুলা সৌভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করে। খেলাধুলার প্রতি মানুষ যত বেশি আগ্রহী হবে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার কাজ তত বেশি সহজতর হবে। আজ বিকেলে বড়দোয়ালিস্থিত যুবক সংঘ মাঠে দুদিনব্যাপী শ্যামহরি শর্মা স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলায় হার জিত থাকবে। সেটা বড় বিষয় নয়। খেলাধুলায় অংশগ্রহণটাই মূল বিষয়। তিনি বলেন, শ্যামহরি শর্মা কিভাবে ঘাতক বাহিনীর হাতে খুন হয়েছিলেন তা সকলের জানা। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। যুবক সংঘ আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় মোট ১৩টি দল অংশ নিয়েছে। দিবারাত্রি এই ভলিবল টুর্নামেন্টের সমাপ্তি হবে আগামীকাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, আগরতলা পুরনিগমের দক্ষিণ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক, আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর সম্পা সেন চৌধুরী, সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য, সমাজসেবী সঞ্জয় সাহা, সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের যুগ্ম সম্পাদক স্বপন সাহা, যুবক সংঘের সভাপতি দেবাশিস রায় প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন যুবক সংঘের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ দেবনাথ। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ প্রয়াত শ্যামহরি শর্মার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উদ্বোধনী দিনে প্রতিযোগিতায় অরবিন্দ সংঘ বনাম বেরিমুড়া ভলিবল প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হয়। খেলা শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে যথাক্রমে ২০ হাজার টাকা ও ১০ হাজার টাকা ও ট্রফি দেওয়া হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।